চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ৪ শ্রাবণ – ১০ শ্রাবণ, ১৪৩১ ঃ ২০ জুলাই – ২৬ জুলাই, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 38, 20 July - 26 July, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আর্থিক অসাম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্য ভারতে উদ্বেগজনক ভাবে

বাড়ছে। কোনো বেসরকারি সংস্থা নয়, খোদ নীতি আয়োগের এই তথ্য বলছে বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থান করে নেওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

রবিবার : পশ্চিমবঙ্গে এখন জোর যার মুলুক তার। আর এই

মুলুকে ভেড়ি মালিকদের লোভের শিকার চাষের জমি। সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, নামখানার পর এবার সবং। অবৈধভাবে জমির চরিত্র বদলে জেলা প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট।

সোমবার : পেন্সিলভিনিয়ায় ভোট প্রচারের সভায় আমেরিকার

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো এক ছাত্র। ট্রাম্প সামান্য আহত হলেও নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে নিহত হয়েছে আততায়ী।

মঙ্গলবার : পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া কুলতলির প্রতারক

সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ঘরের মধ্যে খাটেরতলায় উদ্ধার হল সুড়ঙ্গের। সুড়ঙ্গের অপর মুখ ক্যাওড়া খালে মিশেছে মাতলা নদীতে।

বুধবার : পশ্চিমবঙ্গ এখন দুষ্কৃতিদের বিচার সভা যেখানে দেশের

সাংবিধানিক আইন চলে না, চলে মধ্যযুগীয় বিধান। সোনারপুরের প্রতাপনগরে এমনই এক শালিশি সভায় মার খেতে হল এক মহিলাকে। অত্যাচারী বিচারক জামাল সরদার।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' শ্লোগানের বিরোধিতা করে বসল রাজনৈতিক মঞ্চে। লোকসভা নির্বাচনে বাংলার প্রেক্ষাপট দেখে তিনি একথা বলেন, এই বক্তব্যে দলের অন্দরে এবং রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে গুঞ্জন।

শুক্রবার : গোণ্ডায় লাইনচ্যুত ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের ১১টি কামরা।

বড়সর দুর্ঘটনা না ঘটলেও মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বারবার রেল দুর্ঘটনা প্রমাণ করছে রেলের নিরপত্তা ও পরিকাঠামোর উদাসীনতাকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মুখ বদল প্রশাসনে

৫০ বছরের ভুল শুধরে নিল বিষ্ণুপুর প্রাপ্য জমি ফিরে পেল সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর–২ ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকের যে চেয়ারটি জাল দলিলের উপর নির্ভর করে সামালি মৌজায় ১২৫৫ (এল আর দাগ ১৩১৮) দাগে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ক্রয় করা বৈধ ৩ শতক জমি জনৈক রশিদ মোল্লার নামে রেকর্ড করে দিয়েছিল, অনীহা প্রকাশ করেছিল রেকর্ডের ভুলতথ্য শুধরাতে সেই চেয়ারই বছর পাঁচেক বাদে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে স্বচ্ছতার সঙ্গে সংশোধন করল ৫০ বছর আগের ভুল। জমি ফিরল সমিতির নামে। এই বদল সম্ভব হল বিএলএলআরও পদে স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন দক্ষ অথচ দরদী আধিকারিক পাপিয়া মল্লিক আসায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পাপিয়া দেবী ধরে ফেলেন রেকর্ডের ৫০ বছর আগের ভুল এবং নিয়মানুযায়ী রেজিস্ট্রির তথ্য সংগ্রহ করে সংশোধন করে দেন ত্রুটি। সমিতির কাছে

দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রশাসনের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনাই আমাদের কাজ। সেটা করতে পেরে আমি খুশি।

প্রশাসনের কি বিচিত্র রূপ! মাত্র ৫ বছর আগে এই বিএলএলআরও পদে বসে এই ভুল কাজে লাগিয়েই সুদীপ চন্দ জাল দলিল মোতাবেক কেড়ে নেন সমিতির জমি। এই জমিতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী আলিপুর বার্তা ভবনের শিলান্যাস করেছেন শুনেও তার হৃদয় বিচলিত হয় নি। বিচলিত হওয়া তো দূর, সমিতির রেকর্ড সংশোধনের আবেদন সুদীপ বাবু বারবার খারিজ করে দেন নানা অছিলায়। পরে সমিতি যখন জাল দলিলের প্রমাণপত্র হাজির করে তখন নিজের করা রেকর্ড বাতিল করে জালি রশিদ মোল্লার নাম কেটে ভুল রেকর্ড বহাল রাখেন যাতে সমিতি বঞ্চিত হয়। কিন্তু জাল দলিল পেশ করার অপরাধে রশিদ মোল্লার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননা। এরপর আলিপুর বার্তায় সুদীপ বাবুর নানা কুকীর্তি যখন বেরোতে থাকে তখন তিনি বদলি হয়ে চলে যান অন্যত্র। আলিপুর বার্তায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তৎকালীন স্থানীয় তৃণমূল সভাপতি ও বিষ্ণুপুর–২এর মুহুরি অ্যাসোসিয়েশনের এরপর পাঁচের পাতায়

মধ্যযুগীয় বর্বতার আইনে সন্ত্রস্ত বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সারা বাংলা জুড়ে বেশকিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে বাংলায় কি মধ্যযুগীয় বর্বরতার আইন চালু হতে চলেছে? নাকি প্রচ্ছন্নভাবে তালিবানী শাসনের দিকে যাচ্ছে বাংলা? চোপড়ার যে ঘটনা দেখেছে ভাইরাল ভিডিওর মাধ্যমে তা দেখে আঁতকে উঠেছে মানুষ। শাসকদলের মদতপুষ্ট এক নেতা জেসিবি ও তার অনুগতরা শালিশি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে এক যুগলকে বেদম প্রহার করছে। এই জেসিবির আরো অনেক কীর্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে এসেছে। পুলিশ অবশ্য শুয়োমোটো কেস করে তাদের গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই ভিডিও ভাইরাল না হলে তারা কি শাস্তি পেত? কামারহাটি আড়িয়াদহে জয়ন্ত সিংয়ের দাদাগিরির ভিডিও ফুটেজ মানুষকে আরো হতবাক করেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে একটি ক্লাব ঘরে এক মহিলাকে বেদম প্রহার করা হচ্ছে। সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শাসকদলের অনেক কেষ্ট বিষ্টুর নামও জড়িয়ে গেছে। যদিও ওই নেতারা এখন জয়ন্ত সিংকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে। এরপরে সোনারপুরে দেখা গেল এক শালিশি সভায় বিচার করে এক দাপুটে নেতা এক মহিলার পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করছে। ঐ মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে ধরার জন্য পুলিশ এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এরপরে কালিয়াচকেও আমরা দেখেছি এক যুগলকে শালিশি সভায় বিচার করে বিবস্ত্র করে চুনকালি মাখিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হয়েছে। এ তো গেল শালিশি সভার বিচার আরো দেখা যাচ্ছে রাজ্যজুড়ে গণপিটুনির ঘটনা। মানুষ আইনের উপরে ভরসা করতে না পেরে নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে ক্রমশ বাংলায় তালিবানী শাসনব্যবস্থা ঘাড়ে চেপে বসবে। খুব দ্রুত প্রশাসনকে এ ব্যাপারে কঠোরতম পদক্ষেপ নিয়ে আসতে হবে। মানুষের মনে ভরসা জাগাতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে আইনের শাসন। তা না হলে আগামীদিনে বাংলায় আরো অনেক ভয়াবহ তালিবানী ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

বেহাল আমতলা থেকে বজবজ ট্র্যাঙ্ক রোড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর মহাকুমা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর মহাকুমার অন্তর্গত আমতলা নিবারণ দত্ত রোড এবং রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত চড়িয়াল রোড ও চড়িয়াল থেকে বজবজ চৌরাস্তা পর্যন্ত বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের বেহাল অবস্থায় প্রতিদিন জেরবার হচ্ছে নিত্যযাত্রীরা। আমতলা নিবারণ দত্ত রোডে যে রাস্তাটি বাখরাহাটের দিকে গেছে সোনাঝুরি পর্যন্ত রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে আছে গত দু'মাস ধরে। প্রতিদিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগে আছে। এমন পরিস্থিতি রাস্তার জমা জল নিষ্কাশনের কোন উপায় নেই। গত বুধবার আমতলা নিবারণ দত্ত রোডে স্কুল পড়ুয়ারাও রাস্তা অবরোধ করে বেঞ্চি নিয়ে। স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকরা জানান, প্রতিদিন এই পথে দুর্ঘটনা ঘটছে এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে তবুও প্রশাসন নির্বিকার। আমরা চাই আমতলা নিবারণ দত্ত রোডের দ্রুত সংস্কার করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হোক। এই প্রসঙ্গে এলাকার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর জানান, দেখুন বছর তিনেক আগে আমতলা নিবারণ দত্ত রোড উঁচু করা হয়েছিল, তখন সবাই ভেবেছিল এবার বোধহয় জল জমার সমস্যা দূর হলো। কিন্তু তারপরও রাস্তার দু'পাশে যারা বসবাস করেন তারাও উঁচু করল জায়গা এমনকী রাস্তার দুপাশে এমনভাবে বাড়িঘর নির্মাণ হচ্ছে যে জল এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল নিকাশি প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পৌরসভার ২০ এবং ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি পাড়া সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন। দুর্ভোগে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পথ চলতি মানুষ। স্থানীয়দের দাবি হালকা বৃষ্টি শুরু হওয়া থেকে দীর্ঘ তিন মাস ধরে তারা জলমগ্ন। প্রত্যেকবারই আশ্বাস দেওয়া হলেও কোন বারই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান হয় না। স্থানীয়রা বলছেন ওয়ার্ডের পৌরমাতা কোনদিনই তাদের এলাকায় আসেন না, ভোটের সময় ছাড়া। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালেও তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের কথা দিয়েছিলেন রাস্তা এবং ড্রেনের পাশাপাশি খাল সংস্কার করবেন, কিন্তু তা আজও হয়ে ওঠেনি। এরপর পাঁচের পাতায়

খাবারে বিকোচ্ছে ক্যান্সারের বীজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এটা সামান্য নমুনা মাত্র। ২০১৬ থেকে চলতি বছরের ১০ জুলাই পর্যন্ত গত ৮ বছরে কলকাতা পৌর এলাকার ৯৭ টি দোকান বা রেস্তোরাঁর তৈরি করা খাবারে ভেজাল পেল কলকাতা পৌরসংস্থা খাদ্য নিরাপত্তা দফতর। তাতে কেউ দিয়েছে ক্ষতিকারক রঙ, কেউ বা শরবতে বাণিজ্যিক বরফ, কেউ বা তেলে ভাজায় ক্ষতিকর তেল। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, এই ৯৭ টি দোকানের মধ্যে কলকাতা শহরের রেস্তোরাঁ যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে মুদিখানার দোকান এমনকী ছোটো খাবারের স্টলও। শাস্তি হিসেবে সর্বনিম্ন ২,০০০ টাকা

থেকে সর্বোচ্চ ১,১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়েছে। এই জরিমানা বাবদ কলকাতা পৌরসংস্থা পেয়েছে মোট ২০,৫৫,০০০ টাকা। তবে এর মধ্যে সাম্প্রতিকতম পার্কসার্কাসের বিরিয়ানির দোকানের জরিমানা ধরা হয়নি। তাদের জরিমানার ৩ লক্ষ টাকা এখনও দেয়নি ওই বিরিয়ানি প্রস্তুতকারক সংস্থা। কলকাতা শহরের বড়ো শপিংমলের ফুড কোর্টের ক্ষতিকর রঙিন কাবাব বিক্রেতাকে মোটা টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, মোটা টাকা জরিমানা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য বিক্রেতাদের সচেতন করা। এরপর পাঁচের পাতায়

নেতাদের জবরদখলে বাস্তুচ্যুত পরিবার

কল্যাণ রায়চৌধুরী: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকা সত্ত্বেও শাসক দলের বিভিন্ন নেতা–কর্মীরা জবরদখল ও দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের ভূমিকা থেকে সরতে নারাজ। তৃণমূলের এহেন দাদাগিরি যে এখনও অব্যাহত, তার জ্বলন্ত প্রমান পাওয়া গেল উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জের সুভাষনগর গ্রামের এক ঘটনায়। অভিযোগ, তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য গায়ের জোরে ঘরছাড়া করেছে ইছাপুর–নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা পবন কুমার পাল ও তার পরিবারকে। এব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও হয়নি সুরাহা। জানা গিয়েছে, ২০১২ সালে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তপন কুমার মল্লিক কৌশলে পবন কুমার পালের পৈতৃক সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়। যতবারই তারা পৈতৃক ভিটেতে ফিরতে চেয়েছেন, ততবারই বিভিন্ন হুমকি

ও মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। অভিযোগ, ২০০৩ সাল নাগাদ পবন কুমার পালের বাবার কাছ থেকে এককালীন ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে একটি দোকান ভাড়া এরপর পাঁচের পাতায়

অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ববি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পুনরায় নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানালো বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। সংবাদ মাধ্যমে তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফলের দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে আদালতে পিটিশন দাখিল করা যায়। এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী দাম কমার আশ্বাস দিলেও

গ্রামগঞ্জে সবজির দাম এখনো আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ জুলাই নবান্নে বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন আগামী দশ দিনের মধ্যে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় শাক–সবজির দাম কমে। দশ দিন অতিক্রান্ত হলেও গ্রাম–গঞ্জে এখনো অধিকাংশ সবজির দাম অগ্নিমূল্য। বৃষ্টির জেরে পাইকারিদর নিম্নমুখী হলেও গ্রামগঞ্জে তার খুব একটা প্রভাব পড়েনি। পটল ৫০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৬০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, উচ্ছে ৬০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, টমেটো ১০০ টাকা, বরবটি ৫০ টাকা কাচালঙ্কা ১৫০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। পাইকারি বাজারে জ্যোতি আলুর কিলো প্রতি দাম কমলেও খুচরো বাজারে তার কোন প্রভাব পড়েনি। শুক্রবারও দেখা গেল জ্যোতি আলু বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকা কোথাও ৪০ টাকা কেজি দরে। পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কোথাও ৪৫ কোথাও ৫০ টাকা কিলো দরে। শহরাঞ্চলে টাস্কফোর্স বিভিন্ন বাজার পরিভ্রমন করলেও গ্রামেগঞ্জে

তা নিতান্তই কম। শহরে সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে নাগরিকরা আলু পেঁয়াজ অনেক কম দাম দিয়ে কিনলেও গ্রামগঞ্জে তার কোন স্টল না থাকায় গ্রামের মানুষদের এখনো খেসারত দিতে হচ্ছে। গ্রামগঞ্জের বাজার এলাকাতেও পুলিশ সামান্য টহলদারি মাত্র করেছে কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ। এরপর পাঁচের পাতায়

বেহালার অর্ণবের দুর্গা পাড়ি দিচ্ছে লন্ডনে

কুনাল মালিক

বেহালা : বেহালা থানার কাছে অর্ণবের প্রতিমা তৈরীর স্টুডিও রূপভারতীতে এখন জোরকদমে কাজ চলছে। কারণ আগামী ২৩ জুলাই তার তৈরি ফাইবারের সাত ফুট দুর্গা সহ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ জাহাজে করে পাড়ি দেবে নর্থ লন্ডনে। অর্ণব পাল বয়সে নবীন একজন প্রতিমা শিল্পী। দাদু গোপাল পাল তারপরে বাবা দীপক পালের পর প্রতিমা শিল্পী হিসাবে নিজেকে আরও বিকশিত করেছেন। কৃষ্ণনগরে আদিবাড়ি অর্ণবদের। সাবেকি ঘরানার প্রতিমা নির্মাণে বিশ্বাসী হলেও যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে নিজেকে ক্রমশ পরিবর্তন করেছেন। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ

থেকে পাশ করবার পর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। কাজে ব্যস্ত অর্ণব জানালেন, ২০২৩ সালে প্রথম সাউথ লন্ডনে একটি সরস্বতী ঠাকুর পাঠিয়েছিলাম। সেই ঠাকুর দেখেই নর্থ লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন প্রভাতী সংঘ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই সূত্রেই এবার আমার তৈরি প্রতিমা নর্থ লন্ডন যাচ্ছে। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গেও অর্ণব প্রায় ৫০ টি দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করছেন। সাবেকি ঘরানার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন থিমেরও প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। মাটি, প্লাস্টার, সিমেন্ট সহ সব রকম উপাদানের মাধ্যমে অর্ণব প্রতিমা তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত। তিনি বলেন, অনেকেই জানেন না কুমোরটুলি ছাড়াও বেহালাতে অনেক অভিনব প্রতিমা তৈরি হচ্ছে এখন। বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের তিনি তার রূপভারতী স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অর্ণব আরো জানালেন, আগামীদিনে তার স্বপ্ন তার সৃষ্টিকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। **ছবি : অরুণ লোধ**

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 38, 20 July - 26 July, 2024

কাজের খবর

ডাকবিভাগে ৪৪,২২৮ গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: ভারতীয় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল–সহ ভারতের বিভিন্ন সার্কেলে গ্রামীণ ডাক সেবক পদে ৪৪,২২৮ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পোস্টাল সার্কেলে শূন্যপদ আছে ৪ হাজারের কাছাকাছি। গ্রামীণ ডাক সেবকদের নিচের ৩টি ক্যাটেগরিতে কাজ করতে হবে: ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ও ডাক সেবক। ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার (বি.পি.এম.) : পোস্ট অফিস ও ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের যাবতীয় অফলাইন ও অনলাইন লেনদেন সংক্রান্ত কাজ করতে হবে। পোস্টাল পরিষেবা ও পণ্য, ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের পরিষেবা, কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারের বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া, পোস্ট অফিসের অধীন গ্রাম বা পঞ্চায়েত এলাকার ব্যবসার পরিমাণ বাড়ানো, বিভিন্ন জায়গায় মেলার আয়োজন করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। রেকর্ড দেখা, চিঠি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। সেইসঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ও ডাক সেবকদের কাজের তদারকি করা ইত্যাদি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার (এ.বি.পি.এম.) : পোস্টাল পরিষেবা যেমন, ডাকটিকিট, খাম ইত্যাদি বিক্রি করা। বাড়ি বাড়ি চিঠি ও পার্সেল পৌঁছে দেওয়া। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের টাকা জমা নেওয়া ও দেওয়া। পোস্ট অফিসের অধীন গ্রাম বা, পঞ্চায়েত এলাকার ব্যবসার পরিমাণ বাড়ানো, বিভিন্ন জায়গায় মেলার আয়োজন করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। রেকর্ড দেখা, চিঠি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। ডাক সেবক: ডাক সেবকরা সাব পোস্ট অফিস ও হেড পোস্ট অফিসের মতো জায়গায় নিযুক্ত হবেন। চিঠি পৌঁছে দেওয়া, ডাকটিকিট, খাম ইত্যাদি বিক্রি করা। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের টাকা জমা নেওয়া ও দেওয়া। পোস্ট মাস্টারের নির্দেশে অন্যান্য কাজ করতে হবে। রেলওয়ে মেল সার্ভিসের সর্টিং অফিসে কাজ করতে হবে। মেল ব্যাগের আদানপ্রদান, ব্যাগ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হবে। এছাড়াও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করতে হবে।

প্রতিটি গ্রামে ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ। গ্রামীণ ডাকসেবক পদে মনোনীত হলে ভাতা পাবেন এই স্ল্যাবে : ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদের বেলায় ১২,০০০–২৯.৩৮০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার / ডাক সেবক পদের বেলায় ১০,০০০–২৪,৪৭০ টাকা। অঙ্ক ও ইংরিজি বিষয়ে পাশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য বাড়তি কোনো সুবিধা পাবেন না। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৫-৮-২০২৪"এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। যে পোস্ট অফিসের অধীনে চাকরি করতে চান, সেই পোস্ট অফিসের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে কিংবা চাকরি পাওয়ার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিসের অধীনের বাসিন্দা হওয়ার জন্য ডিক্লারেশন দিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। সাইকেল চালাতে জানতে হবে। যাঁরা মোটর সাইকেল বা, স্কুটি চালাতে পারেন, তাঁরাও যোগ্য।

শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ২,৪৪০টি (জেনাঃ ১,০৫৫, ই.ডব্লু.এস. ১৭০, ও.বি.সি. ৫৩০, তঃজাঃ ৪৯১, তঃউঃজাঃ ১৩৭, পি. ডব্লু.ডি.–এ ২২, পি.ডব্লু.ডি.–বি ১৯, পি.ডব্লু.ডি.–সি ১৩, পি.ডব্লু.ডি.–ডি.ই. ৩)। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি / ইংরিজিভাষী প্রার্থীদের জন্য ৪৬টি (জেনাঃ ১৭, ই.ডব্লু.এস. ৮, ও.বি.সি. ১২, তঃউঃজাঃ ৯)। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা / নেপালীভাষী প্রার্থীদের জন্য ২১টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ৫)। পশ্চিমবঙ্গে ভুটিয়া / ইংরিজি/ লেপচা / নেপালী ভাষী প্রার্থীদের জন্য ৩৫টি (জেনাঃ ২৩, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৩, পি.ডব্লু.ডি.–এ ২)। পশ্চিমবঙ্গে নেপালীভাষীদের জন্য ১টি (তঃউঃজাঃ)। অসমে বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ১২৩টি (জেনাঃ ৪১, ই.ডব্লু.এস. ৩১, ও.বি.সি. ২৪, তাজাঃ ৫, তাউঃজাঃ ২২)। ঝাড়খন্ডে হিন্দিভাষী প্রার্থীদের জন্য ২,১০৪টি (জেনাঃ ৮৯৫, ই.ডব্লু.এস. ১৮৯, ও.বি.সি. ২২৪, তাজাঃ ২৩৩, তাউঃজাঃ ৫১৫, পি.ডব্লু.ডি.এ– ৫. পি.ডব্লু.ডি. বি–২২, পি.ডব্লু.ডি.– সি ১৭, পি.ডব্লু.ডি.–ডি.ই–৪)। উত্তর–পূর্বাঞ্চলে বাংলা / কাক বরাকভাষী প্রার্থীদের জন্য ১৮৪টি (জেনাঃ ৮৩, ই.ডব্লু.এস. ৭, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩০, তঃউঃজাঃ ৫৭, পি.ডব্লু.ডি–বি ১)। কোন ডিভিশনের অধীন কোন পোস্ট অফিসে ক"টি শূন্যপদ তার তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন কিংবা সংশ্লিষ্ট ডিভিশন অফিসে পাবেন। প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। এজন্য দরখাস্ত খুঁটিয়ে দেখা হবে। মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে পাওয়া ও মোট নম্বরের ভিত্তিতে মোট শূন্যপদের কয়েকগুণ প্রার্থীকে নিয়ে প্রথম পর্যায়ের মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। তারপর আবার শর্ট লিস্ট করা হবে। ফল বেরোবে ৩১ ডিসেম্বর। মেধা তালিকা তৈরির সময় উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য বাড়তি কোনো নম্বর পাবেন না। জেনারেল, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ও.বি.সি. আর মহিলাদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা তৈরি হবে। মেধা তালিকায় কোনো প্রার্থীর নম্বর একই হলে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে জন্ম–তারিখ দেখে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দরখাস্ত করার সময় ৫টি পোস্ট অফিসের নাম প্রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। মেধা তালিকায় নাম থাকলে প্রার্থীদের প্রভিশনাল মেধা তালিকা এস.এম.এস. করে জানানো হবে। এছাড়াও মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 17-03/2024-GDS, Dated: 12-07-2024. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৫ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.indiapostgdsonline.gov.in এজন্য বৈধ মোবাইল নম্বর, বৈধ ই- মেল আই.ডি. আর আধার কার্ডের নম্বর থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেলে, ৫০ কে.বি.র মধ্যে) ও সিগনেচার (২০০×২৩০ পিক্সেলে, ৫০ কে.বি.র মধ্যে) আর অন্যান্য প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এরপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের কোনো ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। এরপর ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। একজন প্রার্থী একটিই দরখাস্ত করবেন। কোন পোস্ট অফিসে ক"টি শূন্যপদ আছে, তার তালিকা সংশ্লিষ্ট পোস্টের ডিভিশন অফিসে কিংবা ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন। ফর্ম এডিট বা, সংশোধন করতে পারবেন ৬ থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত।

ইন্ডিয়ান অয়েলে ৩৬২ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুয়াহাটি: ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের হলদিয়া, গুয়াহাটি, বারাউনি, গুজরাট, মথুরা, পানিপথ, ডিগবয়, বঙ্গাইগাঁও, পারাদ্বীপ রিফাইনারি ডিভিশন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট –IV পদে ৩৬২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট – IV (প্রোডাকশন): ফিজিক্স, অঙ্ক, কেমিস্ট্রি / ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি বিষয়ের বি.এসসি. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরাও যোগ্য। পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি / পেট্রোকেমিক্যাল /ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট / হেভি কেমিক্যাল / গ্যাস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে অন্তত ১ বছর পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ: গুয়াহাটিতে ১৯টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ৫)। বারাউনি ২১টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৬)। গুজরাট ৪০টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ১১)। মথুরা ১৯টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২. তঃজাঃ ৪. ও.বি.সি. ৫)। পানিপথ ১৬টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৩)। ডিগবয় ২৪টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৭)। বঙ্গাইগাঁও ২৯টি (জেনাঃ ১৪, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৭)। পারাদ্বীপ ৭টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২)। হলদিয়া ২৩টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৫. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫)। পোস্ট কোড: 201. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট IV (পি অ্যান্ড ইউ): মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে মেকানিক্যাল বা, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে বি.এসসি. কোর্স পাশরা বয়লার ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং করে থাকলেও যোগ্য। হেভি কেমিক্যাল/ফার্টিলাইজার / পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদিতে অপারেশন / গ্যাস টারবাইন, এয়ার কমপ্রেশার, স্টিম টারবাইন, আর.ও. প্ল্যান্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ গুয়াহাটিতে ১০টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। বারাউনি ৩টি (জেনাঃ ১, ই.ডব্রু.এস. ১, ও.বি.সি. ১)। গুজরাট ৩টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। মথুরা ৬টি (জেনাঃ ২. ই.ডব্রু.এস. ১, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ডিগবয় ৪টি (জেনাঃ ৩. ও.বি.সি. ১)। বঙ্গাইগাঁও ৭টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পোস্ট কোড: 202. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট–IV (ইলেক্ট্রিক্যাল)/জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট AV: মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা অপারেশন, মেন্টেন্যান্স অফ থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, মেন্টেন্যান্স অফ এইচ.টি.এল.টি. সুইজ গিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: বারাউনি ৪টি (জেনাঃ ২. তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। গুজরাট ১২টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৩)। হলদিয়া ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। ডিগবয় ৫টি (জেনাঃ ২.ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। বঙ্গাইগাঁও ২টি (জেনাঃ)। পোস্ট কোড: 204, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেকানিক্যাল) গ্রেড–V/ জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট IV: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। গ্যাস/স্টিম টারবাইন, বয়লার, ভাল্ব পাম্প, সেফটি ভাল্ব, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, পেট্রো কেমিক্যাল, হেভি কেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার্স, পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ গুয়াহাটিতে ৭টি (জেনাঃ ৪. ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২)। বারাউনি ৯টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। পাণিপথ ৪টি (জেনাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ডিগবয় ১৬টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫)। বঙ্গাইগাঁও ১০টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। পারাদ্বীপ ২টি (জেনাঃ)। হলদিয়া ২টি (তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পোস্ট কোড: 205. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইন্সট্রুমেন্টেশন) গ্রেড–V / জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট–IV:ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইন্সট্রুমেন্টেশন, কন্ট্রোল ভাল্ব, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, পেট্রো কেমিক্যাল, হেভি কেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার্স, পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ: বারাউনি ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। গুজরাট ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। মথুরা ২টি (ও.বি.সি.)। পাণিপথ ৭টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। বঙ্গাইগাঁও ৬টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পারাদ্বীপ ২টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। পোস্ট কোড: 206. জুনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যানালিস্ট IV : ফিজিক্স, অঙ্ক ও কেমিস্ট্রি বা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি নিয়ে বি.এসসি. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইন্সট্রুমেন্টেশন, কন্ট্রোল ভাল্ব, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, পেট্রো কেমিক্যাল, হেভি কেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার্স, পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : গুয়াহাটিতে ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। বারাউনি ৩টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। গুজরাট ২টি (জেনাঃ)। হলদিয়া ১টি (জেনাঃ)। পাণিপথ ৪টি (জেনাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ডিগবয় ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি ১)। বঙ্গাইগাঁও ৪টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পোস্ট কোড: 207. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–V (ফায়ার অ্যান্ড সেফটি): মাধ্যমিক পাশরা নাগপুরের ফায়ার সার্ভিস কলেজ থেকে সাব–অফিসার্স কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, পেট্রো কেমিক্যাল, হেভি কেমিক্যাল, পাওয়ার প্ল্যান্ট, ফার্টিলাইজার্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি, ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তত ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : গুয়াহাটিতে ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)। গুজরাট ৬টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। হলদিয়া ২টি (জেনাঃ)। মথুরা ৩টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। পাণিপথ ৩টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। ডিগবয় ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। বঙ্গাইগাঁও ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পোস্ট কোড: 208. ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২০–৩–২০২৩"র হিসাবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ২৫,০০০ – ১,০৫,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বরে। এই পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের দ্বিগুণ প্রার্থীকে স্কিল টেস্ট বা, ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ জুলাই থেকে ২১ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.iocl.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১৫০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে ১৫০০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১,৫০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৪"এর হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে রুরাল / সেমি আরবান–এর বেলায় ১২,০০০ টাকা, মেট্রো / আরবান এলাকার বেলায় ১৫,০০০ টাকা। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা দরকার। কোন রাজ্যে ক"টি সীট আছে: শূন্যপদ : পশ্চিমবঙ্গ ১৫২টি (জেনাঃ ৬৩, তঃজাঃ ৩৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ৩৩, ই.ডব্লু.এস. ১৫, প্রতিবন্ধী ৬)। আন্ধ্রা প্রদেশ ৮২টি, অরুণাচল প্রদেশ ১টি, অসম ২৯টি, বিহার ৭৬টি, চন্ডীগড় ২টি, ছত্তিশগড় ১৭টি, গোয়া ২টি, গুজরাট ৩৫টি, হরিয়ানা ৩৭টি, হিমাচল প্রদেশ ৬টি, জম্মু ও কাশ্মীর ৩টি, ঝাড়খন্ড ৪২টি, কর্ণাটক ৪২, কেরল ৪৪, মধ্য প্রদেশ ৫৯, মহারাষ্ট্র ৬৮, মণিপুর ২টি, মেঘালয় ১টি, নাগাল্যান্ড ২টি, দিল্লি (এন.সি.টি.) ৩৮টি, ওড়িশা ৫০টি, পুদুচেরি ৯টি, পঞ্জাব ৫৪, রাজস্থান ৩৭, তামিলনাড়ু ২৭৭, তেলেঙ্গানা ৪২, ত্রিপুরা ১টি, উত্তর প্রদেশ ২৭৭, উত্তরাখন্ড ১৩। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে। ১ ঘন্টার পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে জেনারেল ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাস্টিটিউড, রিজনিং অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড কম্পিউটার নলেজ। প্রতিটি পার্টে ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন হবে। প্রতিটি পার্টে সময় থাকবে ১৫ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। ন্যূনতম স্কোর করতে হবে। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীরা স্কোরিংয়ে ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে। আসানসোল, দুর্গাপুর, গ্রেটার কলকাতা, হুগলি, কল্যাণী, শিলিগুড়ি, বোকারো স্টিল সিটি, ধানবাদ, হাজারিবাগ, জামশেদপুর, রাঁচী, আগরতলা, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, শিলচর, তেজপুর, জোড়হাট, ভিলাই নগর, বিলাসপুর, রায়পুর। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে স্থানীয় ভাষার পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা। এরপর রাজ্যভিত্তিক তালিকা তৈরি হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.indianbank.in, https:// www.nats.education.gov.in <http://www.nats.education.gov.in> এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন জে.পি.জি. বা, জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে। ফটো রঙিন হতে হবে ও ফটো ২০০×২৩০ পিক্সেল হতে হবে। সিগনেচার ১৪০×৬০ পিক্সেল হতে হবে। ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডি.পি.আই.তে স্ক্যান করবেন। I..... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, এজন্য পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (মহিলা, তপশিলীদের বেলায় ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

রেলে ৩৫ চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আই.আর.সি.টি.সি.) হসপিটালিটি মনিটর পদে ৩৫ জন লোক নিচ্ছে। হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বি.বি.এ. / এম.বি.এ. (কুলিনারি আর্টস) কোর্স পাশরাও যোগ্য। হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং সায়েন্সের বি.এসসি. কোর্স পাশরাও যোগ্য। এম.বি.এ. (ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট) কোর্স পাশরাও যোগ্য। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৪"এর হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। পারিশ্রমিক মাসে ৩০,০০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা পাবেন। শূন্যপদ: ৩৫টি। এর মধ্যে তপশিলী, ও.বি.সি., ই.ডব্লু.এস. ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে। চাকরি হবে ২ বছরের চুক্তিতে। এছাড়াও আরো ১ বছর মেয়াদ বাড়তে পারে। মনোনীত হলে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে ২৫,০০০ টাকার ড্রাফট জমা দিতে হবে। প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কলকাতায় ইন্টারভিউ হবে ২২ ও ২৩ জুলাই। এই ঠিকানায়: IRCTC Zonal Office, 3 Koilaghat Street, Ground Floor, Kol–1. পটনায় ইন্টারভিউ হবে ২৫ ও ২৬ জুলাই, ঠিকানা ওয়েবসাইটে পাবেন। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও জেরক্স কপি নিয়ে যাবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.irctc.com <http://www.irctc.com।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ জুলাই – ২৬ জুলাই, ২০২৪

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

শব্দবার্তা ৩০৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অসম্মান, মর্যাদাহানি ৪। পাহারাওয়ালা ৫।দুরবস্থা, দুর্দশা ৭। দুই দলে আড়াআড়ি ৯। হুঁশিয়ার, সাবধান ১০। সম্পর্কচ্ছেদ।

উপর–নীচ

১। তরজমা,ভাষান্তর ২।শ্রীকৃষ্ণ ৩।তর্কবিতর্ক, কথাকাটাকাটি ৬।এতে প্রচুর ভিটামিন ৭।সর্বনাশ,ধ্বংস ৮। শিবোপাসক সম্প্রদায় বিশেষ।

সমাধান : ৩০২

পাশাপাশি : ১। অবস্থান ৪। মতাবলম্বী ৫। সরকার ৭। আজকাল ৯। বিকারহীন ১০। তসবির।

উপরনীচ : ১। অবভাস ২। নমস্কার ৩। আলুপকা ৬। রজতকান্তি ৭। আইনত ৮। লঙ্কেশ্বর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

সুড়ঙ্গ রহস্যের অপরাধী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : ১৭ জুলাই রাতে কুলতলির চুপড়িঝাড়ার বাণীরথল এলাকার একটি ভেড়ির ঘর থেকে গ্রেপ্তার করে হয় সাদ্দামকে। মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ধরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ। এদিন ওই ভেড়ির মালিক তথা সিপিএম নেতা মান্নান খানকেও গ্রেপ্তার করে হয়েছে। এদিনই দুজনকে বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয়। বিচারপতি পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। সিপিএমের যোগসাযস নিয়ে শাসক এবং প্রধান বিরোধী দল একযোগে আক্রমণ করতে শুরু করেছে ৩৪ বছরের বাম শাসনকে।

উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলির জালাবেড়িয়া–২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়তারহাট গ্রামের বাসিন্দা নকল সোনার মূর্তি বিক্রিচক্রের মূল পাণ্ডা সাদ্দাম সর্দারের বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে সোমবার আক্রান্ত হয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেখানে পুলিশকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলিও চালায় সাদ্দামের ভাই সাইরুল। বাড়ির মহিলারাও পুলিশের হাত থেকে সাদ্দামকে ছিনিয়ে নেয়। আর তার পর থেকেই এখনো অধরা সাদ্দাম ও তার ভাই।সোমবার সন্ধ্যার আগে সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ঘরের মধ্যে উদ্ধার হয়েছে একটি গোপন সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ প্রায় ৪০ ফুট দূরে বাড়ি লাগোয়া একটি খালের সঙ্গে সংযুক্ত। পুলিশের অনুমান, এই সুড়ঙ্গ বেশ কয়েক বছর আগেই তৈরি করা হয়েছিল। তবে কোন কাজে ওই ভূমি সুড়ঙ্গ ব্যবহার করা হতো তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। সোমবার রাতে ওই গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে তল্লাশি চালানোর সময় ভারী কোনও বস্তু পায়ে ঠেকে তদন্ত কারীদের। বাড়িটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাদ্দাম এর আগে একবার ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়ে ছিল। বিরোধীদের অভিযোগ, নকল সোনা ও মূর্তি দেওয়ার নাম করে বাইরে থেকে আসা লোকজনকে খুন পর্যন্ত করতো সাদ্দাম বাহিনী। আর সেই দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হতো খালের জলে। কুলতলির বিজেপি নেতা উত্তম হালদার বলেন, 'তৃণমূল ও পুলিশের একাংশের মদতেই সাদ্দামের এই রমরমা ব্যবসা। প্রতারণা, টাকা লুট এমনকি খুনও করা হয়েছে ওই বাড়িতে।' 'সিপিএমের কুলতলি এরিয়া কমিটির সম্পাদক উদয় মণ্ডল বলেন, 'ওই লোক ঠকানো ব্যবসায় স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের যোগসাজস রয়েছে।' তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ উড়িয়ে কুলতলির তৃণমূল বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'সাদ্দাম তৃণমূলের কেউ নয়। বিরোধীদের কোনো কাজ নেই তো, তাই ওরা সব কিছুতেই তৃণমূলের ভূত দেখেছে। এর সাথে তৃণমূল কোনো ভাবেই জড়িত নয়।

ক্রাইম ডেস্ক

বড়শালে খাস জমি জবরদখল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে তোয়াক্কা না করে খাস জমি জবরদখল করে নির্মান করার অভিযোগ উঠলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। রামপুরহাট ১ নং ব্লকের বড়শাল গ্রামপঞ্চায়েতের তারাপীঠ যাওয়ার পথে মধ্যগোপালপুর মৌজায় ২৬৭ নম্বর দাগে রাস্তার ধারে আট কাঠা পরিমাণ সরকারি খাস জমি রয়েছে যার বর্তমান মূল্য ১ কোটি টাকা। সেই জায়গা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের যোগসাজসে পাট্টাদারকে উচ্ছেদ করে রদিপুর গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি নিজের নামে নথিভুক্ত করিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। সেই জায়গায় নির্মান কাজ করার অভিযোগ উঠেছে বিশ্বজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে। প্রায় ৩৫ বছর আগে রাজ্য সরকার বড়শাল গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যগোপালপুর মৌজায় প্রয়াত ফটিক বাউড়ির নামে ওই আট কাঠা জমির পাট্টা দিয়েছিল। বর্তমানে ফটিক বাউড়ির চার মেয়ের বিয়ে হয়েছে অন্যত্র বসবাস করছে। সেই সুবাদে পাট্টাদারকে উচ্ছেদ করে রামপুরহাট একনং ব্লকের রদিপুর গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ওই জমি নিজের নামে করিয়ে নেয়।

মদ উদ্ধার আবগারি দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবগারি দপ্তর ও পুলিশ যৌথভাবে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০৫ লিটার মদ ও মদ তৈরি কাঁচা মাল এবং তার উপকরণ নষ্ট করল। মুরারই থানার রাজগ্রাম অঞ্চলের চুড়িয়া গ্রামে ২৭ জুন বিশেষ অভিযান চালায় বীরভূম জেলা আবগারি দপ্তর ও মুরারই থানার পুলিশ যৌথভাবে। ওই গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে মদ শিল্প গড়ে উঠেছে। সারা গ্রাম অভিযান চালিয়ে ১০৫ লিটারের মতো মদ ও মদ তৈরির কাঁচা মাল ও তার সমস্ত উপকরণ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। আবগারি দপ্তরের জেলা আধিকারিক বলেন, এই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে মদ তৈরী হয়। সেখান থেকে সারা মুরারই এলাকায় মদ সাপ্লাই হত। অনেক অভিযান চালিয়েও সেই মদ তৈরি বন্ধ করা যায়নি। মুরারই থানা সূত্রে জানা গেছে, ২৬ জুন ছিল বিশ্ব ড্রাগ বিরোধী দিবস। সেই উপলক্ষে মুরারই থানার উদ্যোগে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সারা মুরারই শহর মিছিল পরিক্রমা করা হয় মানুষকে সচেতন করার লক্ষে এবং শেষে থানার সামনে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতির দিকটা তুলে ধরা হয়। তার পরেরদিন সেই মুরারই থানার একটি গ্রাম থেকে অভিযান চালিয়ে ১০৫ লিটার মদ উদ্ধার করল জেলা আবগারি দপ্তর ও মুরারই থানার পুলিশ।

রেশন দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : একনম্বর রাজ্য সড়কের পাশে এবার শাটার ভেঙে চুরি ও লুট করা হলো সরকারি রেশন দোকানে মজুত থাকা ৪০০ লিটার কেরোসিন তেল ও ৭০ বস্তা চাল। বুধবার সকালে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরুল্লাপুর গ্রামের মাস্টিকারী মোড়েতে স্থানীয় মানুষজন দেখতে পায় যে রেশন ডিলার ইয়াকুব সরদারের সরকারি কেরোসিন তেলের বিলি বণ্টন দোকানে ও চালের গোডাউনের দু'টি শাটার ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আবুল হোসেন ঘরামী বলেন, রাস্তার পাশে থাকা গোডাউন থেকে শাটার কেটে ও ভেঙে রাতের অন্ধকারে চাল ও কেরোসিন তেল চুরি হয়ে গেল। আমাদের কাছে পঞ্চায়েতের নুরুল্লাপুর গ্রামে ফাঁড়ি রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আরও একটু সচেষ্ট হলে ও নজরদারি বাড়ানো থাকলে এই চুরি হয়তো হতো না। তবে পুলিশের ভূমিকায় খুশি নয় এলাকার মানুষ। তবুও আমরা চাইবো উপযুক্ত তদন্ত করে অবিলম্বে দোষীদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। রেশন ডিলার ও চান দ্রুত অপরাধীদের সনাক্ত করে গ্রেফতার করা হোক। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি বাঁশঝোড়ের বাসিন্দা শেখ লালু (৪৩) রবিবার সকালে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সকাল ১১টা নাগাদ নিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ হাসপাতালে পড়ে থাকলেও লালুর কোনো চিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। রাত ৮টা পর্যন্ত কোনও চিকিৎসক দেখেনি বলে দাবি পরিবারের লোকজনের। রাতে একজন নার্স এসে একটি ইঞ্জেকশন দেয়। তারপরে রাত ১১টা নাগাদ মারা যায় শেখ লালু। ঘটনার খবর চাউর হতেই রণক্ষেত্র হয়ে উঠে হাসপাতাল। ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ।

সোনারপুরে জামালের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন একের পর এক নির্যাতিতা

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : আরো একজন মহিলাকে এবং তার স্বামীকে সারারাত ধরে মারধর করার অভিযোগ। রুবিজান বিবি নামে এক গৃহবধূর অভিযোগ তার স্বামী শাহরুখ শেখকে চেনের সাহায্যে উল্টো করে ঝুলিয়ে সারা রাত মারধর করা হয়। স্বামীকে বাঁচাতে জামালের হাতে পায়ে ধরলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলী মৈত্র বলেন, অভিযুক্ত জামালকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং আইন আইনের পথে চলবে এবং জামালের সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। জামালের হাতে অত্যাচারিত আরেক মহিলা রশিদা বিবির বাড়িতে মঙ্গলবার রাতেই যান বিধায়ক।

রশিদা বিবি বলেন, এর সাথে রাজনীতির কোন যোগ নেই। তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু বিচার পাননি। সেই কারণেই তিনি বিজেপির অগ্নিমিত্রা পালের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই বিষয়ে লাভলী মৈত্র জানান, স্থানীয় পঞ্চায়েত দলীয়ভাবে তদন্ত করা হবে। জামালের বিরুদ্ধে ওঠা একের পর এক অভিযোগ তদন্ত করছে সোনারপুর থানার পুলিশ। ১৫ তারিখ থেকে পলাতক জামাল। তার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এই ঘটনায় ১৬ জুন মজিদ খান ও অরবিন্দ সর্দার নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই জামাল সরদার গত চার বছরে ৪ বার গ্রেপ্তার হয়েছে। সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে ৫৬ দিন জেলও খেটে ছিল। বাকি তিনবার মারামারি ও দাঙ্গা ছড়ানোর অভিযোগে। গ্রামবাসীরা জামাল সরদারের উপর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এদিকে তিন দিন পেরিয়ে গেলেও কেন এখনো জামালের খোঁজ পাচ্ছে না পুলিশ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সোনারপুর থানার পুলিশ জামালের বাড়ি তল্লাশি করার জন্য সার্চ ওয়ারেন্টের আর্জি জানানো হয়েছে বারুইপুর আদালতে। এক বিঘা জমির উপরে গড়ে ওঠা তার প্রাসাদোপম মার্বেলের টাইলস দিয়ে মোড়া বাড়ি। সোনারপুর ব্লকের প্রাণপণ পঞ্চায়েত অফিসের তরফে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এই বাড়ির কোন প্ল্যান বা নথি নেই। ফলে জামালের বাড়ি সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ। প্রশ্ন হল কিভাবে তাহলে বিনা বাধায় এই রাজপ্রাসাদ বানালো জামাল সরদার?

মাতলা নদীতে কুমির আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত সোমবার সকালে দুই নম্বর লঞ্চ ঘাট এলাকায় মাতলা নদীর জোয়ারে বেশ কিছু মানুষ একটি কুমির দেখতে পেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ লঞ্চের কর্মীরা লঞ্চ নোঙর করার সময় তারা দেখতে পায় নদীতে কিছু একটা ভেসে আসছে। একটু কাছাকাছি আসতে তারা বুঝতে পারে এটি কুমির। ফলে তারা আতঙ্কিত হয়ে নদীর পাড়ের ডাঙায় উঠে আসে। কিছুক্ষণ পরে প্রায় ১০ ফুটের লম্বা কুমিরটি আবার নদীর মাঝে চলে যায়। উল্লেখ্য বিগত চার পাঁচ বছর আগে এই এলাকা থেকে বনকর্মীরা একটি কুমির উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল। কালক্রমে মাতলা নদীতে পলি পড়ে পড়তে ক্যানিং মাতলা নদী অনেকটাই মজে গিয়েছে। মাতলা হারিয়েছে তার রুপ ও যৌবন। কমে গিয়েছে গভীরতা ও চওড়া। নদীর বিভিন্ন জায়গায় চর পড়তে পড়তে চওড়া ও গভীরতা বেশিরভাগ ধ্বংস হয়েছে। কুমির থেকে শুরু করে ডলফিন হাঙর সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের আনাগোনা ছিল এই নদীতে। এমনকী তৎকালীন সময়ে মাতলা নদী সংলগ্ন জঙ্গলে বাঘ ও যাতায়াত করতো বলে জানা যায়। আচমকা মাতলা নদী সংলগ্ন জঙ্গলে কুমির দেখতে পাওয়া প্রসঙ্গে লঞ্চের কর্মী নিতাই অধিকারী, শম্ভু দাস সহ অন্যান্য লঞ্চের কর্মীরা জানান, সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ নদীতে জোয়ারে সময় লঞ্চের নোঙর করছিলাম নদীতে নেমে। সেই সময় দেখতে পাই কিছু একটা ভেসে আসছে। একটু কাছে এলে বুঝতে পারি প্রায় ১০ ফুট লম্বা একটি কুমির। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই ডাঙায় উঠে যাই। বেশ কিছুক্ষণ ডাঙার দিকে ছিল কুমিরটা। এরপর কুমিরটি নদীতে চলে যায়। অন্যদিকে, মাতলা নদীতে কুমির আসার খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মৎস্যজীবিরা। কারণ মাতলা নদীতেই মাছ, কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাদেরকে। ফলে যেকোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

পুজোর আগেই চালু হচ্ছে আদি গঙ্গার উপর নির্মিত সূর্যপুর সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেখতে দেখতে প্রায় ২ বছর হতে চলল অথচ এখনো শেষ হয়নি আদি গঙ্গার উপর বারুইপুরের কুলপি রোডের গুরুত্বপূর্ণ সূর্যপুর সেতুর কাজ। ফলে সমস্যায় সাধারণ মানুষ থেকে গাড়ি চালককেরা। অভিযোগ, কোনও দিন কাজ বন্ধ থাকে তো কোনও দিন কাজ চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। কবে এই কাজ শেষ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, প্রশাসনের সেদিকে কোনও নজরদারি নেই বলেও অভিযোগ। আর এর ফলে যাতায়াতে রোজই সমস্যা হচ্ছে সাধারণ মানুষজনের। যদিও বারুইপুর পূর্তদপ্তরের এক অতিরিক্ত বাস্তুকার বলেন,নির্মাণ সামগ্রী আসার ব্যাপার আছে। এছাড়া বিয়ারিং বানাতে সময় লাগে। এরজন্য নকশা সবে পাশ হয়েছে। বিয়ারিংয়ের উপর স্টিল গার্ডার বসবে। সেটাও তৈরি করা হয়েছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে আশা করা হচ্ছে। এই সেতুর অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ২০২২ সালের জুলাই মাসের দিকে এখানে থাকা কংক্রিটের সেতুটি সম্পূর্ণ ভাঙা হয়। পূর্তদপ্তর নতুন করে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে। এই সেতুর উপর দিয়েই জয়নগর, কুলতলি, মৈপীঠ, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, রায়দীঘি সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া যায়। বারুইপুরেও আসতে গেলে এর উপর দিয়েই আসতে হয়। এই সেতু ভাঙার কাজ শুরু হওয়ার পর বিকল্প রাস্তা হিসেবে এর ঠিক পিছনে পুরোনো সেতু দিয়ে যাতায়াত চালু করা হয়। যেখান দিয়ে বর্তমানে প্রতিদিন কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,সূর্যপুর খালের উপর বিম তোলার পর কাজ সেভাবে এগোচ্ছে না। মানুষকে ঘুরে অন্য সেতু দিয়ে যেতে হচ্ছে। ফলে সকালে রোজই যানজট বড় আকার নিচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশকে পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই দ্রুত এই সেতু চালুর দাবি করে স্থানীয় মানুষ। আর এব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন বলেন, মাঝখানে কাজ একটু ধীরগতিতে হয়েছিল, তবে এখন কাজ পুরোদমে হচ্ছে। পুজোর আগেই চালু হয়ে যাবে সূর্যপুর সেতু। তাঁরই অপেক্ষায় সাধারণ মানুষ।

নদী বাঁধের জন্য জায়গা দিয়েও টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভ জমিদাতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : সুন্দরবনের রায়দীঘি বিধানসভার দক্ষিণ কনকনদিঘিতে বছরখানেক আগে বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। তখন খুশিতেই ছিলেন স্থানীয়রা।কিন্তু এতদিনেও ক্ষতি পূরণ না পাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ক্ষতিপূরণ আদৌ পাবে তো তাঁরা। বাঁধ আর ভাঙবে না, এই খুশিতেই দিন কাটাচ্ছিলেন রায়দীঘির দক্ষিণ কনকদিঘির বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের জানানো হয়েছিল, বাঁধের জন্য কারোর জমি নেওয়া হলে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিছুজনকে অন্য জায়গায় সে সময় জমি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু

বাস্তবে সে সব কিছুই হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। এদিকে কিছুজন ক্ষতিপূরণ না পেয়ে জলনিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। সেজন্য কংক্রিটের বাঁধ তৈরি হলেও জল জমার সমস্যা রয়েই গিয়েছে এলাকায়।ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা।এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,জমি নেওয়ার সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি কেউ। বাঁধ তৈরির পর থেকে আর কেউ খোঁজ নেয়নি। মাঝে মধ্যে কিছুজন আসেন, আশ্বাস দিয়ে আবার চলে যান। সমস্যার সমাধান হলে খুবই ভাল হয় বলে জানান তারা। বিষয়টির ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখছেন বলে জানালেন রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা।

টর্চের আলো জ্বালতেই চক্ষু চড়ক গাছ, হাসপাতালে ছুটলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত চাম্পাহাটির বাগের মোড় এলাকার বাসিন্দা যুবক উত্তম সরদার। ১৭ জুলাই রাত আটটা নাগাদ স্থানীয় বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে আচমকা একটি ছোট্ট চন্দ্রবোড়া সাপের উপর পা উঠে যায়। গায়ের উপর পা উঠতেই মুহূর্তে ওই যুবকের ডানপায়ে কামড় দেয় চন্দ্রবোড়া সাপ। শুরু হয় যন্ত্রণা। হাতে থাকা টর্চের আলো জ্বালতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় ওই যুবকের। দেখতে পায় একটি চন্দ্রবোড়া সাপ দ্রুততার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না ওই যুবক।

চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করলে আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে ওই যুবককে উদ্ধার করে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, 'সাপ কামড় দেওয়ার পর দ্রুততার সাথে উত্তমকে হাসপাতালে নিয়ে আসায় চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়েছে। তাকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস ৩০ টি দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'সাপ কামড় দিলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা করতে যেমন সুবিধা হয়, তেমনই রোগীর জীবন সংশয়ের কোন ঝুঁকি থাকে না।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ডাঃ কানাই সরকারের দ্বিতীয় মানহানির মামলা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আলিপুর কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য ডাঃ কানাই সরকার আলিপুর বার্তার সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক এবং প্রকাশকের নামে আলিপুর ফৌজদারী আদালতে দ্বিতীয় মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। মামলার বিষয়বস্তু গত ৫ই জানুয়ারী ৭৪ আলিপুর বার্তার প্রকাশিত ডাঃ কানাই সরকারের নির্দেশে গুণ্ডা বাহিনীর বর্ব্বরোচিত আক্রমণ, আলিপুর বার্তার সম্পাদক–লাঞ্ছিত বার্তা সম্পাদক–এ হৃত শিরোনামা সংবাদে ডাঃ সরকারের মানের নাকি ক্ষুন্ন হয়েছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর ৭৩ রাস্তা বন্ধ করে জলসার আসর এম, এল, এর কাণ্ড দেখে চেতলা বাসী হত– ভম্ব শিরোনামা সংবাদের প্রতিবাদে গত ৯ই জানুয়ারী ৭৪ আলিপুর বার্তার উপরিউক্ত তিন ব্যক্তির নামে ডাঃ সরকার প্রথম মান হানির মামলা করেন। দ্বিতীয় মামলা দায়ের করতে ডাঃ সরকারের সময় লেগেছে দীর্ঘ আড়াই মাস। দ্বিতীয় মামলাটি মাননীয় এস, ডি, জে, এম, শ্রীএস, এন, গাঙ্গুলীর আদালতে ২৬শে এবং ২৭শে আগষ্ট ৭৪ ডাঃ সরকার এবং তার সাক্ষী বর্গের জবান বন্ধীর জন্য দিন ধার্য হয়েছে। আলিপুর বার্তার পক্ষে সওয়াল করছেন কৌশুলী শ্রীকমলেশ সুর, ও শ্রী জগজীবন ঘোষ।

৮ম বর্ষ, ২০ জুলাই ১৯৭৪, শনিবার, ৩০ সংখ্যা, ৩ শ্রাবণ, ১৩৮১

অনলাইনে প্রতারণার ফাঁদ

মোবাইল ফোন অর্ডার করে পেলেন দুটি পুরাতন চার্জার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সাধারণ মানুষের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে বেশকিছু কোম্পানি অনলাইনে ব্যবসার ফাঁদ পেতে প্রতারণা করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। তবে অনলাইনে প্রতারণার ফাঁদ নতুন কিছুই নয়। এবার ক্যানিংয়ের মাতলা ১ পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর দিঘীরপাড় এলাকার যুবক অনলাইনে একটি ফোনের অর্ডার করেছিলেন গত প্রায় এক সপ্তাহ আগে। ১৭ জুলাই অর্ডার করা ফোন ডেলিভারি দেওয়ার জন্য দুপুরে হাজির হয়েছিলেন ডেলিভারি বয়। ফোনের প্যাকেট খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। ঘটনা প্রসঙ্গে দীপু মণ্ডল জানিয়েছেন, অনলাইনে একটি কিপ্যাড ফোনের অর্ডার করেছিলাম। ডেলিভেরি সহ মোট ৮৯৮ টাকা দাম ধার্য্য ছিল। সেই মতো ফোন নেওয়ার জন্য ডেলিভেরি বয় ফোন করেছিল। দাম চেয়েছিল ১০৯৮ টাকা। ডেলিভেরি বয় ফোনের প্যাকেট দিতেই খুলে ফেলি। মোবাইল ফোনের পরিবর্তে প্যাকেটের মধ্যে ২ পুরাতন চার্জার রয়েছে। ডেলিভারি বয় তড়িঘড়ি প্যাকেট নিয়ে চলে যায়। ডেলিভারি বয়ের সামনে প্যাকেট খোলায় এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। তা নাহলে ১০৯৮ টাকার মাশুল গুনতে হত। এছাড়াও সাধারণের উদ্দেশ্যে আমার বিনীত অনুরোধ,অনলাইনে কোনও জিনিস অর্ডার করলে ডেলিভারি বয়ের সামনে বুঝে নিয়ে টাকা পরিশোধ করুন। না হলে ঠকতে হতে পারে।

দুর্ঘটনা

টোটো–ম্যাটাডোরের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : টোটো–ম্যাটাডোর সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন টোটোচালক শুভঙ্কর নস্কর। গুরুতর জখম টোটো চালক কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে ক্যানিং–বারুইপুর রোডের রামধারী আইটিআই কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুরের বৃন্দাখালি নস্কর পাড়ার বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক শুভঙ্কর নস্কর। সোমবার রাতে ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের থুমকাঠি গ্রামে এক আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। বিয়ে বাড়ি থেকে গভীর রাতে টোটো চালিয়ে বন্দাখালি নস্কর পাড়ার বাড়িতে ফিরছিলেন।আইটিআই কলেজ সংলগ্ন ক্যানিং–বারুইপুর রোডের উপর আচমকা একটি ম্যাটাডোরের চলে আসায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহরম উপলক্ষ্যে ২ মোটরবাইকে ৭ বন্ধু ঘুরতে বেড়িয়েছিল। বুধবার রাতে ১৪ নং জাতীয় সড়কে রামপুরহাট ভোল্লা ক্যানেলের কাছে দুই মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের পরে হাসপাতালে মারা যায় আরো ২ জন, গুরুতর জখম হয় ২ জন। স্থানীয় বাসিন্দারা রামপুরহাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতরা হল–পাইকর থানার করমজি গ্রামের নাসিম শেখ (২৩), সামশুল হক (২৫), যশোহরি গ্রামের রহমতুল্লা শেখ, আরিফ মহম্মদ (১৭)। দুর্ঘটনায় জখম মৃত কারো মাথায় হেলমেট ছিল না এবং একটি মোটরবাইকে চারজন চেপে জাতীয় সড়কে যাচ্ছিল। স্বভাবতই প্রশ্নের মুখে পুলিশের সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার এন্ড স্পেস প্রোগ্রামে ডাক পেলেন কাকদ্বীপের ঋত্বিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামায় নাসার গবেষণাগারে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার এন্ড স্পেস প্রোগ্রামে যোগ দিতে চলেছেন কাকদ্বীপের সুভাষনগরের বাসিন্দা ঋত্বিকা মাইতি। বর্তমান তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। রসায়নবিদ্যা নিয়ে স্নাতক করছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর আলোচনা সভাতেও ঋত্বিকা ডাক পেয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মৌলিক ভাবনা তুলে ধরেছিলেন। এবার নাসার বিজ্ঞানীদের সামনে মহাকাশ গবেষণার সম্পর্কে

ঋত্বিকা তাঁর মৌলিক ভাবনা তুলে ধরবেন। জানা গিয়েছে, মার্কিন সংস্থা এক্সা এ্যারোস্পেস আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নাসার বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে–কলমে শিক্ষাদান করবেন। পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মৌলিক ভাবনার কথা শুনবেন। ইতিমধ্যেই ঋত্বিকা মহাকাশ গবেষণার বিষয় নিয়ে তার মৌলিক ভাবনাকে তুলে ধরে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ মার্কিন সংস্থার কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রবন্ধটি পড়ে মার্কিন সংস্থার বিজ্ঞানীরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ঋত্বিকাকে মনোনীত করেছেন। এরপরই মার্কিন সংস্থা এক্সা এ্যারোস্পেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা অনলাইনে ঋত্বিকার ইন্টারভিউ নেন। সেই ইন্টারভিউতেও ঋত্বিকা সাফল্য লাভ করেন। এরপরই তাঁকে মার্কিন মুলুকে নাসার গবেষণা কেন্দ্রের ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মার্কিন সংস্থার পক্ষ থেকে গত কয়েকদিন আগে সেই আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে।

এবিষয়ে ছাত্রী ঋত্বিকা মাইতি বলেন আমি প্রথম থেকেই মহাকাশ বিষয়ক এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করি এবং এর আগে নাসাই যাই ও সফল হই। আগামী দিনে আমি চাই দেশের নাম উজ্জ্বল করতে কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে পৌঁছাতে পারব কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তবে কিভাবে নাসার এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ঋত্বিকা, তা নিয়ে চিন্তিত মাইতি পরিবার। ঋত্বিকার বাবা বিশ্বজ্যোতি মাইতি বলেন, এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে কমপক্ষে সাত লক্ষ টাকার প্রয়োজন রয়েছে। আমি পেশায় একজন শিক্ষক। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষ থেকে এই খরচ বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। জানিনা কিভাবে ঋত্বিকার স্বপ্ন পূরণ হবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ২০ জুলাই – ২৬ জুলাই, ২০২৪

ট্রামের গঙ্গাযাত্রা

ভারতের মধ্যে একমাত্র কলকাতার ট্রাম ঐতিহ্যকে এত দ্রুত আপদ হিসেবে গণ্য করা হবে তা ভাবতে পারছেন না এ শহরের বয়স্ক নাগরিকরা। এ নিয়ে আইন আদালত চলছে। কলকাতা শহরের ইতিহাস ট্রাম গাড়ির ইতিহাসকে বাদ দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটিশরা সোনার খনি ভারতবর্ষ লুট করতে এসে দিব্যি নানা কৌশলে শাসক হয়ে ওঠে। ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ি পত্তন হয়েছিল দুশো বছরেরও আগে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী পরবর্তীতে শহরের প্রাণকেন্দ্র হয়ে নানা রুটে শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করে ক্যালকাটা ট্রাম ওয়েজ কোম্পানী। একসময় ট্রামের প্রথম কামরায় ফ্যান থাকত। সেটি ছিল ফাস্ট ক্লাস আর সারিবদ্ধ বসার আসন, ফ্যান ছাড়া হল সেকেন্ড ক্লাস। ভাড়ার পার্থক্য ছিল পাঁচ থেকে দশ পয়সার ফারাক। বাম আমলে দুটি ক্লাস উঠে গেল, ফ্যান হল ভাড়াও এক হল। আর এই বাম আমলেই ট্রামের প্রতি সরকার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। একের পর এক ট্রাম লাইন তুলে দেওয়া শুরু হল। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ফাস্ট ক্লাস কামড়ায় স্বল্প পয়সায় একমাসের কুপন পেত।

দিব্যি সারা মাস তারা যাতায়াত করত অবাধে, বয়স্ক মানুষেরা দূষণহীন আপেক্ষাকৃত কম গতির এই ট্রাম গাড়ীতে স্বল্প পয়সায় নির্বিঘ্নে যাতায়াত করত। লাইনে কিংবা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে ট্রাম গাড়ী মাঝে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য থেমে যেত। ট্রাম গাড়ী বহু ব্যস্ত রুট যেখানে ট্রাম কোম্পানী লাভ করত। সেগুলি একে একে বন্ধ করা হল ফ্লাইওভার বানানো অদম্য বাসনায়। শহরের গতি আনত ট্রামকর্মীদের বাস চালনায় প্রশিক্ষিত করা শুরু হয়। আজ বহু রুটে ট্রাম কোম্পানীর বাস চলে। বেহালায় ঠাকুর পুকুরের সাতাশ কিংবা পঁয়ত্রিশ নং ট্রাম যা একদিনে বেহালা বালিগঞ্জ, অন্যদিকে ধর্মতলা জোকাকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়ে ছিল তা তুলে দেওয়া হল ফ্লাইওভার আর মেট্রো রেলের কারণে। এখন শুধুমাত্র 'জয়রাইড' এর জন্য ধর্মতলা বাবুঘাটের একটি ছোট রুটে ট্রাম হেরিটেজ হিসেবে থেকে যাবে। ধীরে ধীরে বয়স্ক মানুষজন চলে গেলে ট্রাম ইতিহাস হয়ে যাবে। অথচ একটু ভাবনা চিন্তা করে, উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ করে দূষণমুক্ত এই গাড়ীকে নির্বাচিত কোন কোন রুটে রাখা যেত। শহরে এখন বিদ্যুত চালিত দূষণমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হয়নি। শহরবাসী প্রতিদিন বায়ুদূষণে তিলে তিলে আক্রান্ত হয়। শহরে ও শহরতলির নানা অংশে নিরাপদে ট্রাম লাইন বিছানো যেতেই পারে কারণ এখন পড়ে থাকা ট্রাম লাইন বাইক চালকদের জন্য বিপদজনক বলে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। ট্রামের গঙ্গাযাত্রা রুখতে নতুন পথে নতুন ভাবনা চিন্তা চলতেই পারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

অনাদিকাল হতে তিনি যে সমস্ত আকারে বা চেতনাশক্তিতে প্রকটিত হয়ে আছেন, সেইসব চিৎশক্তির নাম জীব। চিত্তের সংস্কার অনুযায়ী ও সঙ্কল্পের উদয়ে চিৎশক্তি নিজে নিজেই দ্বৈতভাব এবং জন্ম–মৃত্যু ইত্যাদি নানা রকম ভাবকে আপন করে নেয়। রাম বললেন,– হে মুনিবর! একমাত্র চিৎশক্তি যদি কল্পনা স্বভাবে জন্ম–মৃত্যু ইত্যাদিতে উপহিত হয়ে পড়ে, তবে কর্ম, দৈব, কারণ এইসব কথার তাৎপর্য্য কি? বশিষ্ঠ বললেন, হে বৎস! চিৎ সর্বদা শান্ত ও শুদ্ধ, কিন্তু তিনিই আবার সৃষ্টিকর্মে উদ্যোগশীল হলে তাঁর সেই শান্ত ও শুদ্ধ স্বরূপকে আশ্রয় করে স্পন্দনধর্ম উপস্থিত হয়। স্পন্দন ও স্থিরতা দুইই নিয়েই চিৎ। চিৎ ভিন্ন এই বিশ্বে অন্য কোন সত্তা নেই। অজ্ঞান বিলাসে চিৎ নিজের চিদ্‌ভাবকে চিত্তরূপে কল্পনা করেন। বিজ্ঞজনেরা চিতের এই চিত্তকল্পনাকে চিতের স্পন্দন বলে আখ্যায়িত করেন। জীব, কর্ম, দৈব, কারণ সমস্তই স্পন্দনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপাধি। যে যে উপাধিতে চিৎ সংপৃক্ত হয়ে পড়েন, সেই উপাধির আকারে তিনি রূপ গ্রহণ করে নেন। কখনও সূক্ষ্মভূতের কল্পনায় নিজে সূক্ষ্ম হয়ে পিতার শুক্ররূপে থকেন এবং পরে উপযুক্ত উপাদান সহায়ে পুত্ররূপে ব্যক্ত হন। পিতা ও পুত্রের উপাধিগত সত্তা ভিন্ন হলেও চৈতন্য কিন্তু অভিন্ন। ব্যক্ত শরীর ভিন্ন উপাধির জন্য ভেদজ্ঞান আসলে অজ্ঞানপ্রসূত এক প্রতীয়মানতা। চিৎ নিত্য, তাই তিনি সত্য। অথচ চিত্তের অজ্ঞতার কারণে সেই সৎ চিৎ আমি মরলাম, আমি জন্মালাম এই সব ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। জীবের চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি বাহ্যরূপের কেন্দ্রস্বরূপ আসলে সেই চিৎ। তন্মাত্রা কল্পনা ক'রে আকাশ–নগরের মত মিথ্যাজালকে মনই সত্যরূপে প্রতীত করে। এই মিথ্যাজালের অন্তরে নির্বিকার নিরাকার পরমাত্মা কিন্তু সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। তিনি কিছুই দেখেন না, অথচ নিজের মায়ানির্মিত চিত্তভ্রম তিনিই অনুভব করেন। রাম! তুমি অসত্য জগদ্দর্শনকে জাগরণের অতীত, অহঙ্কারকে স্বপ্নের অতীত, চিত্তকে সুষুপ্তির অতীত এবং চিৎকে উক্ত তিন অবস্থার অতীত বলে জ্ঞান কর। ঐ তিন অবস্থার যে অতীতাবস্থা, তা প্রকৃত নিরাময় এবং তুর্য্যপদ। সেই অবস্থায় সংস্থিত হলে যাবতীয় শোক–দুঃখ–বন্ধন নির্মূল হয়ে যায়। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা কোন কিছুরই কারণ হন না, আবার কোন বিকার সৃষ্টিরও প্রতিরোধ করেন না। কিন্তু ব্যবহারিক কথায় সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মাকে সব কিছুর কারণ ও কর্ত্তা রূপে চিহ্নিত করা হয়। নিকটে অবস্থান করে বলে যেমন আয়নাকে প্রতিবিম্বের কারণ মনে হয়, তেমনই সান্নিধ্যের কারণে আত্মচৈতন্যকে সকল ভ্রমের কারণরূপে নির্দিষ্ট করা হয়, যদিও তা সত্য নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আছে প্রকল্প, আছে নীতি, নেই শুধু মান

শিক্ষার হাল /৭

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বিগত পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে এবং যাদের পারিবারিক আয় বাৎসরিক ২ লাখ টাকার বেশি নয়, তারা এই প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সুবিধা পাবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি ফি ও পড়াশোনা চালানোর জন্য মোট ১১০০ টাকা পাবে বছরে। আর ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৪,৪০০+১১০০=৫৫০০ টাকা পাবে ছাত্রছাত্রীরা। একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াকালে বছরে ৭৭০০+২৫০০=১০,২০০ টাকা এবং একাদশ –দ্বাদশ শ্রেণিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য মোট ১১০০+২৫০০=১৩৫০০ টাকা বছরে দেওয়া হয়। আর যারা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে তাদের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১১,০০০ টাকা, এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ভোকেশনাল স্ট্রিমের ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকা দেওয়া হয় বছরে। এরাজ্যের বর্তমান সরকার ২০২১ সালে 'স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্প ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের অধীনে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত এডুকেশন লোন দেওয়া হয়। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ও মানুষজন স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবে। এরজন্য বছরে কেবলমাত্র ৪ শতাংশ হারে সরল সুদ দিতে হবে এবং উক্ত লোন ১০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২০২১ সালের প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ওই সালের জুলাই মাসে প্রকল্পটির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড কোনও জমানত না রেখেই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক সরল সুদে দেওয়া হবে যা ১৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এরজন্য কোনও গ্যারান্টার প্রয়োজন হবে না, রাজ্য গ্যারান্টার হবে।' রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রকল্পের নাম 'মিড–ডে মিল প্রকল্প'। ২০২৪–২৫ এরাজ্যের বাজেটে উল্লিখিত হয়েছে যে, 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১.১৮ কোটি ছাত্র–ছাত্রী মিড ডে মিল কীসের আওতাধীনে রয়েছে।'

প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য সরকারের খরচ

এবার দেখা যাক উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সরকারের কোষাগার থেকে কত টাকা ব্যয় করতে হয়। ২০১৯ সালে চালু হয়ে 'ঐক্যশ্রী প্রকল্পে' রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫০০ কোটি টাকা। প্রকল্প চালু হবার প্রথম বছরেই অর্থাৎ ২০১৯ সালে মোট ৩৭.৫লাখ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়। এই প্রকল্পের আওতাধীনে প্রথম শ্রেণি থেকে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী সকলকেই পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংস্থা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষাঘাতে বরাদ্দ করা হয় ৩৮,২৪১.৬৬ কোটি টাকা। তবে কন্যাশ্রী পোর্টাল ও বাজেট বক্তৃতা ২০২৪–২৫ এর তথ্যের মধ্যে বেশ খানিকটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই বছরের বাজেট (পৃ: ৯৩) বক্তৃতার তথ্য থেকে জানা যায় 'কন্যাশ্রী প্রকল্পটি একদশক কাল সমাপ্ত করেছে এবং ৮৫.৫৩ লক্ষ উপভোক্তাকে এর আওতাধীনে আনা সম্ভবপর হয়েছে। ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষে ২০.৬৯ লক্ষ কন্যা বৃত্তির জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। আর এর জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫৫০.১৩ কোটি টাকা। পুনরায় রূপোশ্রী প্রকল্পে'র অধীনে ১.৯৩ লক্ষ উপভোক্তার জন্য ৫২৯.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ২০২৩–২৪ সালে। অন্যদিকে, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত

তপশিলি জাতিভুক্ত মোট ৯,৭৫,৭৬৩ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য ৭৯.৫০ কোটি টাকা ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষে (৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে। শুধু তাই নয়, ২০১৫–১৬ সালে শুরু হয়ে আজ অবধি ১.১৫ কোটি ছাত্রছাত্রী 'সবুজসাথী প্রকল্পে'র অধীনে উপকৃত হয়েছে। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে মোট ১২.২৪ লক্ষ নবম শ্রেণির ছাত্র–ছাত্রীকে (২০২৩) এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। এর জন্য রাজ্য সরকার খরচ ধার্য করেছে ৪৯৩.৯৩ কোটি টাকা (বাজেট ২০২৪–২৫, পৃ: ১০০)।

বিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ে রাজ্যের বিকল্প ভাবনা

আমাদের রাজ্যের চলমান শিক্ষা পরিকাঠামো ও তা পরিচালনার জন্য মোটামুটি খরচ সংক্ষেপে উপরে আলোচনা করা হল। এবার এই বিরাট কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রাপক হিসাবে নিজেদের জীবন গড়ে তুলছে এবং দেশের সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে সেটাই হল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও অভিভাবক অভিভাবিকাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার মান ও শিক্ষা শেষে জীবিকার সুযোগ। অতএব সবচেয়ে যেটা এখন বড় প্রশ্ন তা হল পঠন পাঠন ও শিক্ষণ। আর এর সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক–শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। এর উপরে রয়েছে এসআই অব স্কুলস্, ব্লক ও মিউনিসিপ্যালিটি স্তরে রয়েছে এ.আই গণ, তার উপরে ডিআই, এডিআই ও সর্বোপরি বিকাশ ভবন, ডিরোজিও ভবন ও নিবেদিতা ভবনের কর্তাব্যক্তিরা। সেখানে রয়েছেন শিক্ষা সচিব, সহ সচিব, নির্দেশক, সহ নির্দেশক, সভাপতি ও অন্যান্য নীতি রূপায়ণকারী আধিকারিকবৃন্দ। আর এসবের মাথায় রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। যিনি মন্ত্রীমণ্ডলের সদস্য হিসাবে সরাসরি নীতি প্রনয়ণ করেন ও তা ঠিকমতো রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করেন তাঁর অধীনস্থ মন্ত্রনালয়ের সচিব ও অন্যান্য আধিকারিকগণের মাধ্যমে।

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর ২০২০ সালে একটি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য তা গ্রহণ করেননি। তাঁরা ১০ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ টিকে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে। রাজ্য সরকার যে কমিটিকে রাজ্যের জন্য একটি বিকল্প শিক্ষানীতি তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিল, সেই কমিটিতে রাজ্যের বেশ কিছু গুণী ও স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। যেমন ধরুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভক ইত্যাদি। উক্ত কমিটিতে আরো ছিলেন অনুপম বসু, সৈকত মিত্র, অভীক সরকার, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ও কল্যাণময় গাঙ্গুলি। এঁরা দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করে একটি বিকল্প শিক্ষানীতির প্রস্তাব দেন, যা রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩ নামে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথমবার তৈরি হল একটি নতুন রাজ্য শিক্ষানীতি।

তবে রাজনৈতিক বিরোধিতার লক্ষ্যে বিকল্প শিক্ষানীতি তৈরি হল বটে রাজ্যে, কিন্তু তা রয়ে গেল ত্রুটিযুক্ত ও উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্য ও দিশা সেখানে অনেকটাই ঝাপসা। (ক্রমশ)

নৈহাটির কাঁঠালপাড়া রথের সঙ্গে মিশে আছে রাধারাণী উপন্যাসের স্মৃতি

দীপংকর মান্না : রাধারাণী উপন্যাসে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন– বাংলা আর বাঙালির কাছে মাহেশ একান্ত আপন হয়েছে দুঃখিনী রাধারাণী আর গাঁথা বনফুলের মালায়।পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পরেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রাচীন রথোৎসব হয় শ্রীরামপুরের এই মাহেশেই। যে রথ ও মেলা দেখার দুর্নিবার আকর্ষণে লক্ষ লক্ষ মানুষ শত শত বছর ধরে আজও ছুটে যায় মাহেশ। সেই সময় মানুষ পানসি সাজিয়ে ছুটতেন মাহেশ, গুপ্তিপাড়া, মহিষাদল আর আটঘরা। আমাদের সাবেক কলকাতার রথযাত্রা পালিত হত মহা আড়ম্বরে। কলকাতার আদি বাসিন্দা ছিল শেখ এবং বসাকরা। শেঠদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর তখন বেশ প্রসিদ্ধ। গোবিন্দজীর জন্য রথ করেন শেঠরা। বৈঠকখানা থেকে লালদীঘি পর্যন্ত সোজা সড়ক ধরে টানা হোত রথ।সেকালে পোস্তার রথযাত্রার ছিল খুব নামডাক। তিনটি বিশাল রথ বের হতো পথে। সে সময় শহর কলকাতার অনেক রাস্তা রথে হয়ে উঠতো জমজমাট।

সাবেক কলকাতার তেজস্বিনী ও দয়াবতী ছিলেন রানী রাসমণি। তাঁর শ্বশুর ছিলেন প্রীতিরাম মাড়। এই মাড়দের রথ ছিল রুপোর। শ্বশুরের দেখাদেখি রানী–ও তৈরি করেন রথ। রুপোর তৈরি সে রথে রুপোর ঘোড়া তৈরি করেন সেকালের নামজাদা হ্যামিলটন কোম্পানি। রানী রাসমণির রথের শোভাযাত্রায় থাকতো অসংখ্য মানুষ। শোভাযাত্রায় বাজতো ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি। সঙ ও ভাঁড়ের দল করতো তামাশা।

সাবেক কলকাতা, মাহেশ, গুপ্তিপাড়া, মহিষাদল, আটঘরার পাশাপাশি বিখ্যাত ছিল নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার রথ। জৌলুস ও জাঁকজমকের দিক থেকে কাঁঠালপাড়ার রথের মেলা ছিল বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রথটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা রায়বাহাদুর যাদবচন্দ্রের। যাদবচন্দ্র ছিলেন মহকুমার হাকিম। সেই সময় থেকেই কাঁঠাল পাড়ার রথের প্রচলন। তবে এখানে রথের দেবতা জগন্নাথ, শ্যামরায় বা মোদনমোহন নয়।এখানে রথের দেবতা তাঁদের কুলদেবতা রাধাবল্লভ জিউর যুগল রাধাকৃষ্ণের মূর্তি।

সেকালে কাঁঠালপাড়ার এই রথযাত্রা প্রসঙ্গে

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম জীবনীতে লিখেছেন– গৃহবিগ্রহ রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা প্রতি বৎসর মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় গৃহে বসিয়াছিলেন। রথে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার অনুসন্ধানার্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে রাধারানী লিখিত হয়। সেটা ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের কথা'।

বঙ্কিমচন্দ্রের রথযাত্রা নিয়ে পুরোনো দিনের একটি মনোজ্ঞ চিত্র ধরা পড়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায়– রাধা বল্লভের ১২ মাসে তের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব ঝাঁক হয়। রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষেমেজে চকচকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুর বাড়ির দক্ষিণে খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়।প্রচুর পাকা কাঁঠাল ও পাকা আনারস বিক্রি হয়, তেলেভাজা, পাঁপড় ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়,আট– দশখানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে,গজা, জিলিপি, লুচি, কুচারি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটরভাজা,চিঁড়ে ভাজা যথেষ্ট থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা থেকে আরও জানা যায়, রায়বাহাদুর বাড়ির রথটি ছিল পিতলের। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় তমলুকের এক মিস্তিরিকে দিয়ে এটি তৈরি করান। রায়বাহাদুর বাড়ির দক্ষিণে প্রশস্ত মাঠে বসত মস্ত বড় এক আনন্দমেলা– চলত ৮ দিন। নানা ফুলের আর ফলের চারা গাছের ঝাড় নিয়ে সার দিয়ে বসত দোকানিরা। গমগম করত কাঁঠাল পাড়ার রথের মেলা।

আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় অপরাহ্নে বঙ্কিম–জননী দুর্গাদেবী রথের রশি ছুঁয়ে রথযাত্রার সূচনা করতেন। তারপর রথের পড়ত টান। কাঁসর ঘণ্টা উলুধ্বনিতে মেলা কাঁপিয়ে গড়িয়ে যেত রথের মেলা। সেই সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেন রায়বাহাদুর বাড়ির সুসজ্জিত লোকজন আর বামন। কারো হাতে থাকত ঝালর ঝুলানো ছাতা, কারো হাতে তালপাতার পাখা,উড়ুনী, নারকেল শাঁসের মশাল।রথ যেত গুঞ্জবাড়ি পর্যন্ত।গুঞ্জবাড়িতে থাকত নানা ফুলের গাছ আর কুঞ্জ। কুঞ্জ থেকে নাম হয় গুঞ্জবাড়ি।

১৮৬২ সাল। কাঁঠালপাড়ার রথের এক স্মরণীয় দিন। ১৬০ বছর আগের কথা। সবেমাত্র জমে উঠেছে মেলা। কিন্তু মেলার মানুষ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। কারণ শিয়ালদহ থেকে নৈহাটির দিকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসছিল শত চাকার এক বাষ্পীয় রথ।প্রথম রেল গাড়ি দেখার উত্তেজনায় মেলার মানুষ ছোটে নৈহাটির স্টেশনে।পড়ে রইল চার চাকার ভগবানের রথ। ভেঙে গেল সেবারের রথের মেলা। ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও বসে ঐতিহাসিক কাঁঠালপাড়ার রথ। পিতলের রথের পরিবর্তে এখন টিনের পাতে মোড়ানো রথ রঙ সবুজ। নিয়ম মেনে রথের রশিতে টান পড়ে ঠিক–ই, তবে হারিয়ে গিয়েছে অনেক কিছু। বেঁচে আছে রাধারাণী উপন্যাসের স্মৃতি।

দেশ দেশান্তরে

পাকিস্তানে সেনানিবাসে হামলা

সুমন্ত ভৌমিক

গতকাল মঙ্গলবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, পাকিস্তানের সেনানিবাসে জঙ্গি হামলায় কমপক্ষে আট সেনা নিহত হয়েছে। সেই সময় সংঘর্ষে নিহত হন ১০ হামলাকারীও। গত সোমবার খাইবার পাখতুনখাওয়ার সেনানিবাসে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। তবে সেনানিবাসের ভেতরে প্রবেশে তাঁদের চেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছেন সেনারা। নিরাপত্তা বাহিনীর তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পদক্ষেপে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ান গেছে। এতে অনেক নিরীহ প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

সামরিক বাহিনীর বক্তব্য অনুযায়ী, আফগানিস্তান থেকে কর্মকাণ্ড চালানো হাফিজ গুল বাহাদুর গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে। জঙ্গি গোষ্ঠীটি এর আগেও দেশটির ভূখণ্ড ব্যবহার করে পাকিস্তানে হামলা চালিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের হুমকি থেকে পাকিস্তানকে রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীর সংকল্পকে আবারও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে আফগানিস্তান থেকে সৃষ্ট এই হুমকিগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে। আইএসপিআর বলেছে, সেনানিবাস চত্বরে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে সীমানা দেয়ালে বিস্ফোরকভর্তি গাড়ির বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। আত্মঘাতী এ হামলায় সীমানাদেয়ালের একটি অংশ ধসে পড়ে এবং আশপাশের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে নিহত হন আট সেনা।

শিক্ষার্থীরা আদালত থেকে ন্যায় বিচার পাবে: প্রধানমন্ত্রী

বুধবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ৮ মিনিটের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কোটা নিয়ে আন্দোলনকে ঘিরে হত্যাকাণ্ড সহ যেসব অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে সেসব বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ করে বলেছেন, আমার বিশ্বাস আমাদের ছাত্র সমাজ উচ্চ আদালত থেকে ন্যায় বিচারই পাবে, হতাশ হবে না। যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। আপিল আদালতে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। আদালত শিক্ষার্থীদের কোন বক্তব্য থাকলে তা শোনার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ রয়েছে। সরকারি চাকুরীতে কোটার বিষয়ে ঢাকাসহ সারাদেশে গত কয়েকদিনের সহিংসতার প্রেক্ষাপটে এ ভাষণ দিলেন তিনি। ভাষণে বলেন কাদের উস্কানিতে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো, কারও কোন উদ্দেশ্যে দেশকে একটি অরাজক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিল, তা তদন্ত করে বেরা হবে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে মোট ৬জন এসব সহিংসতায় নিহত হয়েছে। এ কারণে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর আজ সন্ধ্যা নাগাদ শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। যারা হত্যাকাণ্ড লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে তারা যেই হোক না কেন, তার যেন উপযুক্ত শাস্তি পায় সে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পাঠকের কলমে

পাট পচানোর বিকল্প ভাবনা জরুরি

হাওড়া–হুগলি সহ, নানা জেলার জমিতে জমিতে এখন চলছে পাট কাটা ও ঝাড়ার কাজ। তারপর হবে পাট পচানো। পুরোনো পদ্ধতি অনুযায়ী পাট পচানো হয় গ্রামের খাল– বিল– পুকুর বা সুযোগ থাকলে নদীর জলে। এতে দূষিত হয় জল। দূষিত হয় এলাকার পরিবেশ।ময়লা জলে উৎপাত বাড়ে মশা– মাছির। মারা যায় খাল– বিল– পুকুর ও নদীর মাছ। দূষিত জল ব্যবহারে দেখা দেয় চামড়ার সমস্যা। এমনিতেই বর্ষা কম, জলের সমস্যা। তার ওপর দূষিত জল। অথচ আধুনিক পদ্ধতিতে পাটের জমিতেই দুই ফুট গর্ত করে, তার নিচে ও চারপাশে শক্ত পলিথিন পেতে তার ওপর জল দিয়ে পাট পচানো সম্ভব। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এভাবেই পাট পচানো হয়ে থাকে। পরিবেশ ও জল দূষণ থেকে বাঁচতে সব জেলাতেই পাট পচানোর এই বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক।

দীপংকর মান্না
হাওড়া

বিভিন্ন দাবিতে কৃষক সংগঠনের বিক্ষোভ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অর্থাৎ এম এস পি আইনসম্মত করা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিল সহ বিদ্যুৎ পরিষেবায় স্মার্ট মিটার সংযোগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি সহ সার-কীটনাশকের কালোবাজারির প্রতিবাদে ১৫ জুলাই সোমবার দেশজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হলেন কৃষকরা।অল ইন্ডিয়া কিষান ক্ষেতমজদুর সংগঠন(এ আই কে কে এম এস)আহুত এই কর্মসূচির ঢেউ এসে পড়েছিল বাংলাতেও। এরাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমানেও এদিন কৃষকরা তাঁদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে পথে নেমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এদিন শতাধিক কৃষককে হাতে ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে মিছিল করতে দেখা গিয়েছে। শেখ মোজাম্মেল হক, অরবিন্দ সাহা, জগন্নাথ হাজরা, সত্যনারায়ণ মণ্ডল, মোজাম্মেল হক, ডালিম ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্বে এদিন কৃষকদের সমবেত করে কাটোয়া স্টেশনের সামনে থেকে মিছিলটি নিয়ে এসে মহকুমাশাসকের অফিসের সামনে হাজির হন। সেখানে পথসভায় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখার পর কাটোয়া মহকুমাশাসক অর্চনা পি ওয়াডখেড়ের কাছে একটি দাবিপত্রও করেছেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শেখ মোজাম্মেল হক বলেন, কৃষক ও ক্ষেতমজদুরদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার সমর্থনে দেশজুড়ে আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে কৃষকদের মহা পঞ্চায়েতকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাহচর্যের অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে বজবজের সাহচর্য চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের সহযোগিতায় ১৪ থেকে ১৭ জুলাই ৪ দিন ব্যাপী চারাগাছ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হল। জনসাধারণের মধ্যে চারাগাছ বিতরণের পাশাপাশি বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ মনসুর সহ মাননীয় কাউন্সিলরদের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী, সি. এন. আই চার্চ, বজবজ হাসপাতাল চত্বর, নুঙ্গী-বাটানগরে ত্রিশক্তি আশ্রম সহ বজবজ ম্যানুয়েল গার্লস হাইস্কুলে বৃক্ষরোপণ করা হয়। বজবজ হাসপাতাল চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর মাননীয়া স্নিগ্ধা মাইতি, এছাড়া বজবজ ম্যানুয়েল গার্লসের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী শম্পা গাঙ্গুলির তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সর্বোপরি, সাহচর্যের সাধারণ সম্পাদক শ্রী দেবাশীষ ঘোষ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শুধুমাত্র চারাগাছ রোপণের মাধ্যমেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, চারাগাছগুলি ঠিকমত যত্ন ও সংরক্ষিত হল কিনা সেটিরও তদারকির দরকার আছে, সেক্ষেত্রে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে আগামী দিনে চারাগাছগুলি পরিদর্শনের পরিকল্পনা নেওয়া হবে, তবেই অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন সার্থক হবে।

গ্রামগঞ্জে সবজির দাম এখনো আগুন

প্রথম পাতার পর

নোদাখালি বাজারের এক সবজি বিক্রেতা গান্ধী অধিকারী জানালেন, বর্ষার সবজির যে ফলন হচ্ছে তা ধীরে ধীরে বাজারে আশায় কিছুটা হয়তো দাম কমছে তবে এখনো দাম কমতে অনেকটা সময় লাগবে। গ্রামগঞ্জের মানুষদের দাবি প্রতিটা ব্লকে ব্লকে একটা করে অন্তত সুফল বাংলা করুক পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তার ফলে অনেকটা কমবে। আলু, পেঁয়াজ, ডিম, সহ অন্যান্য সবজি গ্রামবাসীরা সুলভে কিনতে পারবে। নেপাল ভৌমিক নামে এক কৃষক জানালেন, ঝিরিঝিরি বর্ষার বৃষ্টিতে নতুন করে ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা ও অন্যান্য শাকসবজি ধীরে ধীরে উৎপাদন হচ্ছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আশা করা যায় সবজির দর নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে আবার যদি প্রবল বৃষ্টি হয় তাহলে সবজি চাষ আবারও মার খাবে।

প্রতিবাদে পথ অবরোধ

প্রথম পাতার পর

স্থানীয়দের দাবি স্কুল পড়ুয়া, নিত্যযাত্রী তো বটেই এমনকী গৃহস্থের ঘরেও ঢুকে যাচ্ছে এই নোংরা পচা জল। এরকরম বাধ্য হয়েই পচা জলের মাঝখানে থাকা পৌরসভার কল থেকে নল বাহিত পানীয় জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাই বাধ্য হয়েই ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কয়ালপাড়া, বেগ পাড়া, নিশ্চিন্তপুর ও শেখপাড়ার বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার রাস্তায় বাস বেঁধে অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। আকড়া স্টেশন থেকে বাটানগর যাওয়ার এটিই একমাত্র স্বল্প সময়ের লিঙ্ক রোড। তবে ঘটনাস্থলে মহেশতলা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা শুভ্রা চক্রবর্তী না এলেও তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রত্যেক বছরই এখানে জল জমে, প্রত্যেকবারেই তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও করা হয়। তবে যতদিন না পর্যন্ত গোবরা খালের আমূল সংস্কার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শীঘ্রই সেই কাজ মহেশতলা পৌরসভা কর্তৃক নেওয়া হবে, তা কেউ কেউ আগাম জানতে পেরেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই পথ অবরোধ করেছেন। তারা বাসিন্দাদের এটা বোঝাতে চাইছেন তাদের আন্দোলনের ফলেই পৌরসভা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তবে নিকাশির সমস্যা যে ওখানে আছে তা তিনি মেনে নিয়েছেন। কথাও দিয়েছেন খুব শীঘ্রই পৌরসভার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

বেহাল আমতলা

প্রথম পাতার পর

নিকাশনের কোন ব্যবস্থাই থাকছে না। তাহলে রাস্তার জল বেরোবে কিভাবে। মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে আমরা খুব শীঘ্রই চেষ্টা করব জল নিষ্কাশনের। এরপর বাখরাহাটের মোড় যে রায়পুর মোড় আছে, সেখানে এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই এক হাঁটু জল জমে যাচ্ছে। এখানে একটি বড় জলাশয় ছিল তাকে অবৈধভাবে বুজিয়ে ফেলা হয় যার ফলে জল নিষ্কাশনের দ্রুত কোন ব্যবস্থা নেই। বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত যে রোড চলে গেছে সেই রোডের ও বেহাল অবস্থা। বাওয়ালি নবিঘার পোল এবং বিড়লার মোড় এলাকায় রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে যাচ্ছে। চড়িয়াল থেকে সুভাষ উদ্যান পর্যন্ত বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের বেহাল অবস্থায় আতঙ্কিত নিত্যযাত্রীরা। এই জনবহুল রাস্তায় টোটো অটো বাস লরি ম্যাটাডোর বাস চলাচল করে। দ্রুত রাস্তার সংস্কার না হলে যে কোন সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানান, বিষয়টি পি ডব্লিউ ডির ব্যাপার। আমি প্রতিনিয়ত ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলছি। শুনেছি ওয়ার্ক অর্ডারও নাকি হয়ে গেছে, আশা করি আগামী সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

মৌপালকদের নিয়ে মৌমাছি প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : মৌমাছি পালনে চাষিদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এল জয়নগরের নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। আর এই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সপ্তাহ ব্যাপী বিজ্ঞানভিত্তিক মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ শিবির। ৩০ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫ জন যুবক-যুবতী ও কৃষকেরা। মৌমাছি পালন করে আয় বাড়ানোর পাশাপাশি উন্নত পরাগায়নের মাধ্যমে মাঠের ফসলের ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৌমাছি পালন বিশেষজ্ঞ ও এই প্রশিক্ষণের সঞ্চালক ড: প্রবীরকুমার গরাই বলেন,'এই মৌমাছি সুসংহত চাষ ব্যবস্থায় হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল-মাছের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিটি চাষির বাড়িতে অন্তত একটি করে মৌমাছির বাক্স থাকা উচিত। তাই এই প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে একটি করে মৌমাছির বাক্স প্রদান করা হয়।'এই প্রশিক্ষণটির রূপায়ণে ন্যাশনাল বি বোর্ডের আর্থিক সহায়তা ও আইসিএআর আটারী কলকাতার যৌথ সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক যুবতীরা এই প্রশিক্ষণের শেষে মৌমাছি পালন শুরু করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছেন বলে তাঁরা জানালেন।

পূজালীতে পরিবেশ রক্ষায় সঞ্জয়, সজলদের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে নাজেহাল জীবজগৎ। যত্রতত্র নির্বিচারে বৃক্ষ ও বনভূমি নিধন চলছে। অপরদিকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে নাজেহাল সবাই। তখন সঞ্জয়, সজল, সৌমেন সহ বজবজ ও পূজালী এলাকার যুব সমাজের একাংশ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল। বুধবার পূজালী এলাকার গৌরাঙ্গতলা মোড়ে নবউন্মেষ সামাজিক মঞ্চের পক্ষ থেকে কয়েকশত চারা গাছ বিতরণ করা হয়। এলাকার ছাত্র যুবদের এহেন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন পূজালী পুরসভার কর্মকর্তা তাপস বিশ্বাস। তিনি বলেন বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচতে এবং পরিবেশ রক্ষায় এই ধরনের উদ্যোগ আরো বেশি করে প্রয়োজন। তবে শুধুমাত্র চারাগাছ বিতরণ নয়। পাশাপাশি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজ সংস্কৃতি মনুষ্যত্ব রক্ষার আহ্বানে এদিন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত হয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নরেন্দ্রনাথ কুলে বলেন, নিজেদের পরিবার রক্ষায় দূষণমুক্ত পরিবেশে সুস্থ ভাবে বাঁচতে ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গাছগুলিকে সন্তানসম যত্নে বড় করুন। অনুষ্ঠান চলাকালীন স্বতঃস্ফূর্ত এলাকার সাধারণ মানুষ ছুটে এসে যোগদান করেন। সকাল থেকে শুরু হওয়া কয়েক ঘণ্টার এই কর্মকাণ্ড এলাকাবাসীর মনে মুক্ত হওয়ার সঞ্চার করে। এলাকারই পথচলতি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুষ্ঠান চলাকালীন থমকে দাঁড়ায়। চারা গাছ সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেন তোমাদের সমাজ সংস্কৃতি মনুষ্যত্ব ও পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ আরো বড় হোক। নবউন্মেষ সামাজিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, বর্তমানে আমাদের অন্তর ও বাহির দুই পরিবেশই সংকটগ্রস্থ।এর থেকে বাঁচতে একদিকে প্রয়োজন বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি রক্ষা। অন্যদিকে এদেশের মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবন ও শিক্ষারচর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের গড়ে তোলা।'

নেতাদের জবরদখলে বাস্তুচ্যুত পরিবার

প্রথম পাতার পর

নিয়েছিলেন, তৃণমূল নেতা তপন কুমার মল্লিক। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত ও দত্তপুকুর থানায় অধীন সুভাষনগর গ্রামের পোকাপুর মৌজার, জে এল নম্বর ১১, এল আর ৪৭০ নম্বর খতিয়ানে ৫৫৭, ৫৫৮ দাগের মোট ৪ কাঠা ১৪ ছটাক জমি রয়েছে। পবন কুমার পাল বলেন, '২০০৩ সালে আমার বাবা ৮টি শার্টার দেওয়া পাকা দোকান ঘর নির্মান করে সেগুলিকে ভাড়া দেন তপন কুমার মল্লিক, নৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক, তন্ময় মল্লিক (গোপাল), তারক সাহা, সোমেন দাস, শশী বিশ্বাসকে। এরপর আমার বাবার মৃত্যু হয়। পরে আমার মা-ও মারা যান। তাদের ডেথ সার্টিফিকেট ও রয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর সেই ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাড়া নেওয়া তাদের সেই পৈতৃক সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করতে থাকেন তপনবাবু।' এ প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তপন কুমার মল্লিক বলেন, 'আমি মনে করি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমার সম্মান নষ্ট করার জন্য কোনও কোনও পক্ষ থেকে আমাকে এভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।' এদিকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেতে পবন জেলা শাসকের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, 'আমার এই বিষয়টা সম্বন্ধে খুব একটা জানা নেই। মানুষের থেকে উড়োভাবে শুনেছি। তবে আমার বক্তব্য, কাগজপত্র যার কাছে থাকবে, আইনীভাবে সম্পত্তি তো তারই হবে। তবে আমার কাছে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।' এপ্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্যকমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, পবনবাবুর বিষয়টা আমাদের নলেজে এসেছে। আমরা সব সময় তার পাশে আছি। আমি মনে করি, তপন মল্লিক যদি এতে জড়িত না থাকেন , বা যদি তার কোনও দায় না থাকে, তাহলে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে পবনবাবুর হাত ধরে তাকে তার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত। স্থানীয় যুব কংগ্রেস নেতা পরীক্ষিত নাগ বলেন, 'এই মুহূর্তে তৃণমূল সরকারে যে সকল দুর্নীতি রয়েছে, তার সঙ্গে আরও একটি দুর্নীতি সংযোজিত হল, মানুষের সম্পত্তি চুরি। তৃণমূলের নাম বললেই চারিদিকে চোর চোর আওয়াজ শুরু হয়েছে।' ডি ওয়াই এফ আই-এর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য সুজিত মিত্র বলেন, 'তৃণমূলের এরকম অনেক দোকান, বাড়ি, অফিস এগুলো দখল করে রাখা আছে, এটি ওদের কালচার। এই ঘটনাটা তার ব্যতিক্রম নয়। এখন এটা আইন-আদালতে গেলে বোঝা যাবে'। এদিকে দুস্থ পবন পাল বর্তমানে কপর্দক শূন্য। তিনি বলেন, 'পৈতৃক ভিটে হারিয়ে এখন ভিক্ষা করে দিন গুজরান করতে হচ্ছে। স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে দত্তপুকুরের এক অস্থায়ী বাসস্থানে আছি। জেলা শাসকের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে। জানিনা, আমার পৈতৃক ভিটে আর ফিরে পাব কিনা।

অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ববি

প্রথম পাতার পর

যেহেতু আগেও আমি বলেছি ফলতা, বজবজ, সাতগাছিয়া, মেটিয়াবুরুজ বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। কোথাও কোথাও আমার প্রতীকে টেপ মেরে দেওয়া হয়েছে। সিসিটিভির অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে মস্তান দ্বারা ফলতায় ৪ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছে। আমি নিজেই ভোট দিতে পারিনি। তিনি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আধিকারিককেও এ ব্যাপারে দায়ী করেন। তিনি এও বলেন ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল মানুষ তা এখনো মনে রেখেছে। তাই আমার বিশ্বাস ডায়মন্ড হারবার লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলকে বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করবে কলকাতা হাইকোর্ট। তিনি আনো জানান পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম কোন ভোটারও হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করতে চলেছে। যদিও নিরাপত্তার কারণে সেই ভোটারের নাম তিনি এখনো প্রকাশ্যে আনেননি।

খাবারে বিকোচ্ছে ক্যান্সারের বীজ

প্রথম পাতার পর

কারণ খাবারে ক্ষতিকর রাসায়নিক, ভেজাল মেশালে তা খেয়ে সাধারণ মানুষ বিপদে পড়েন। খাদ্য নিরাপত্তা দফতরের বক্তব্য, খাবারে ক্ষতিকর ভেজাল ধরতে দোকানে রেস্তোরাঁয় 'সারপ্রাইজ ভিজিট চালায় কলকাতা পৌরসংস্থা। সন্দেহজনক খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয় কলকাতা পৌরসংস্থার আধুনিক ল্যাবরেটরিতে। সেখানে পরীক্ষা করে ক্ষতিকর কিছু মিললে নোটিশ ধরানো হয় দোকান বা রেস্তোরাঁর মালিককে। ওই পৌর দফতর সূত্রে জানা যায়, কিছু রঙ আছে, যা খাবারে ব্যবহার করা যেতেই পারে। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি রঙ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে 'ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া(এফএসএসএআই)। এই নিষিদ্ধ রঙগুলি হল রোডামাইন(গোলাপি), সুদান থ্রি(লাল), কমলা টু। এগুলির মধ্যে রোডামাইন ফ্রুট জুসে আর অন্যগুলি ডেজার্ট কিংবা কাবাবে ব্যবহৃত হয়। এই রঙ গুলো সরাসরি বিষ না হলেও এগুলি ক্যানসারের কারণ হিসাবে ধরা হয়। খাবারকে ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই খাবারে ক্ষতিকারক কৃত্রিম রঙের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫০ বছরের ভুল শুধরে নিল বিষ্ণুপুর

প্রথম পাতার পর

কর্তা জুলফিকার আলি সুদীপ বাবুর অবৈধ কাজকর্ম নিয়ে সোচ্চার হন। যদিও ততক্ষণে পাখি উড়ে গিয়েছে। ব্লক ভূমি দপ্তরে বারবার ঠোক্কর খেয়ে অবশেষে সমিতি দ্বারস্থ হয় জেলা ভূমি দপ্তরের অতিরিক্ত জেলা শাসক নীতিশ ঢালীর। তাঁর পরামর্শে মহকুমা ভূমি আধিকারিকের কাছে আপিল কেস দাখিল করে সমিতি। বেশ কয়েকটি শুনানিতে সমিতি সমস্ত নথিপত্র জমা দিলেও এবং অপর পক্ষ কোনো নথি দেখাতে না পারলেও এমনকি শেষ দিনের শুনানিতে অপর পক্ষ হাজির না হলেও কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত না নিয়ে মহকুমা ভূমি আধিকারিক বা এসডিএলআরও কেসটি বিএলএলআরও-র কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব খালাস করেন। ততদিনে বিএলএলআরও পদে বিষ্ণুপুর-২ ব্লকে যোগ দিয়েছেন পাপিয়া দেবী। বেশ কয়েকটি শুনানির পর তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তায় ধরে ফেলেন রেকর্ড এর ত্রুটি। এরপর নিয়ম অনুযায়ী জেলায় এলে পরবর্তী অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) সাদ্দাম নাভাসের তৎপরতায় এবং আদেশ বলে রেকর্ড বুকে সংশোধন হয় ১৯৭৪ সালের ভুল। নিষ্পত্তি হয় কেসের। বৈধ দলিলে কেনা জমি অবশেষে নথিভুক্ত হয় সমিতির নামে।

তবে কেসের নিষ্পত্তি হলেও এখনও রয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। কি কারণে বিষ্ণুপুর-২ এর তৎকালীন বিএলএলআরও সুদীপ চন্দ জাল দলিল গ্রহণ করে সমিতিকে কিছু না জানিয়ে ভুয়ো রেকর্ড করলেন? জাল দলিল প্রমাণ হওয়ার পরও কেন তিনি আইন মোতাবেক রশিদ মোল্লার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না? আলিপুর বার্তায় বারবার সুদীপ বাবুর কুকীর্তি প্রকাশ হওয়ার পর এবং তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় সভাপতি তাঁর বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগ করার পরও জেলা প্রশাসন সুদীপ বাবুর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করল না কেন? জাল দলিলে রেকর্ড করার মত গর্হিত কাজের পরেও সুদীপ বাবু এবং অপরাধী রশিদ মোল্লা নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কীভাবে? সুদীপ বাবু এবং রশিদ মোল্লা যদি কিছু না করে থাকেন তাহলে তারা এতদিনেও আলিপুর বার্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নি কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না বলেই হয়ত রেড জোনে থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভূমি দপ্তর এখনও সাদা হতে পারেনি। এইজন্যেই তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ভূমি দপ্তরের উপর বিরক্ত। বারবার বিভিন্ন সভায় তিনি প্রকাশ্যে ভূমি দপ্তরের কর্তাদের তিরস্কার করেছেন। এর জমি ওর নামে, ওর জমি এর নামে রেকর্ড করার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কমিটি করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবু কিছু হচ্ছে না দেখে এবার শয়ে শয়ে বিএলএলআরওকে বদলি করেছেন। কিন্তু বদলি করে অবস্থা বদলাবে কি? ভুক্তভোগীদের দাবি, বিএলএলআরওদের সম্পত্তির খোঁজ খবর নেওয়া হোক। মাটির তলা থেকে হয়ত অনেক কেউটে উঠে আসবে। তবে তদন্ত হোক বা না হোক, উত্তর তো সাধারণ মানুষকে পেতেই হবে, প্রশাসন না দিতে পারলে আইনই হবে একমাত্র ভরসাস্থল।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড প্রকল্প বাস্তবায়নে যৌথ উদ্যোগ কাটোয়া ও দাঁইহাট পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : এলাকার নিত্যকার আবর্জনা সমস্যার কবল থেকে দীর্ঘমেয়াদে স্বস্তি পেতে যৌথভাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ড প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পাশাপাশি কাটোয়া এবং দাঁইহাট পুরসভা।

কাটোয়া শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে লোকালয়ের বাইরে সুবিশাল এলাকাজুড়ে একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির যৌথ পরিকল্পনা রয়েছে।সেই লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই দুই পুরসভা ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিতকরণ সহ অন্যান্য কাজেও বেশখানিকটা এগিয়ে গিয়েছে।তবে, সরকারি জমি হস্তান্তর নিয়ে কিছু জটিলতার কারণে এই বৃহদাকার প্রকল্পটির গতি এই মুহূর্তে শ্লথ হলেও কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা এবং দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় কিন্তু যথেষ্টই আশাবাদী।তাঁরা গত সোমবার এই বহুমুখী ডাম্পিং গ্রাউন্ড প্রকল্পটির জমি আরেক দফায় পরিদর্শন করেছেন।জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী দেড় শতাধিক প্রাচীন এই দুই পুরশহর।কাটোয়া ও দাঁইহাট পুরসভা এলাকায় ওয়ার্ড সংখ্যা যথাক্রমে ২০টি এবং ১৪টি।পাশাপাশি দুই শহরের সীমানার মধ্যবর্তী সামান্য অংশটুকুতে রয়েছে খাজুরডিহি পঞ্চায়েত এলাকা।যেটা কাটোয়া ১ নং ব্লকের অধীনস্ত।কার্যত পাশাপাশি অবস্থানে এই দুই শহরের জনসংখ্যা এই মুহূর্তে দেড় লক্ষাধিক।এর বাইরেও দুই শহরে ভাড়াটিয়া বাসিন্দার সংখ্যাটাও নেহাত কম নেই।যত দিন যাচ্ছে এই দুই শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপও বাড়ছে।ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে হাটবাজারে বিকিকিনির পরিমাণ ও ব্যবসা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবার নতুন নতুন ক্ষেত্র সহ বিনোদনের নানা উপকরণ।সভ্যতার অগ্রগতির এই তালে আবর্জনার পরিমাণও বেড়েই চলেছে।তাই দুই শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা নিত্যদিনের সংগৃহীত আবর্জনা।দুই শহরের মোট ৩৪টি ওয়ার্ড থেকে সংগৃহীত বিশাল পরিমাণ আবর্জনা গাড়ি বোঝাই করে শহরেরই বিভিন্ন জায়গায় ডাঁই করে রাখা হচ্ছে।যথাযথ ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এভাবে চলছে।ফলে, দুর্গন্ধময় পরিবেশের মধ্যে কিছু কিছু এলাকার বাসিন্দাদের কার্যত নরক যন্ত্রণা সহ্য করে থাকতে হচ্ছে বলে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ ওঠে এবং এবিষয়ে বাসিন্দারা পুরকর্তৃপক্ষকে দায়ী করতেও পিছপা হন না।কাটোয়া এবং দাঁইহাট পুরসভার নিত্যকার আবর্জনা সমস্যার বুঝি এবারে নিরসন হতে চলেছে।ডাম্পিং সমস্যা থেকে কমপক্ষে ৩০-৩৫ বছরের নিশ্চিত স্বস্তি লাভের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে দুই পুরসভার তরফে যেভাবে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে তাতে জনমানসে নিঃসন্দেহে আশার আলো জাগাতেই পারে।

কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা বলেন, আমাদের শহরের বেশ কিছুটা বাইরে বাইপাসের ধারে একটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে।সুবিশাল ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি ঘিরে বহুমুখী প্রকল্প হবে।যেখানে আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।এছাড়া ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন আবর্জনা পৃথকীকরণের পর সেগুলি রিসাইক্লিংয়ের জন্য অন্যত্রও পাঠানো হবে।কাটোয়ার সঙ্গে দাঁইহাট পুরসভাও এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত কিছু সমস্যা কেটে গেলেই আমরা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব।দাঁইহাটের পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় এদিন বলেন, আমাদের শহরে কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই। ফলে, প্রতিদিনের সংগৃহীত আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলতে হচ্ছে।এটা একটা দীর্ঘদিনের বড়ো সমস্যা।এই সমস্যার থেকে স্বস্তি পেতে কাটোয়া শহরের চরখি ব্রিজের অদূরে একটি জায়গায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।যেখানে দাঁইহাট এবং কাটোয়া শহরের সংগৃহীত আবর্জনা ফেলা হবে।দুই শহরের পরিবেশ নির্মল রাখার লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এই বহুমুখী ডাম্পিং গ্রাউন্ড প্রকল্পটি কবে বাস্তবায়িত হয় এখন সেটাই দেখার।

পঞ্চায়েতে ভাঙচুর তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া ব্লকের বনগ্রাম পঞ্চায়েতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ওই গ্রামপঞ্চায়েতে স্বচ্ছ ভারত মিশন নিয়ে বৈঠক ছিল সেই বৈঠকে অঞ্চল সভাপতিকে ডাকা হয়নি বলেই এই ভাঙচুর। ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে সাঁইথিয়া থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ।

বৃক্ষরোপণ ও ডেঙ্গু সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে বৃক্ষরোপণ ও ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ে কর্মসূচি পালন করা হলো জয়নগর উত্তর চক্রের অধীন শ্রীকৃষ্ণনগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিন স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ ও ডেঙ্গু সচেতনা মূলক একটি পদযাত্রা বের হয়। বৃক্ষরোপনের তাৎপর্য ও তুলে ধরা হয় এবং ডেঙ্গু সম্পর্কেও সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণনগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সজল দেবনাথ সহ শিক্ষাবন্ধু, অভিভাবক, ভি ই সি সহ আরো অনেকে। এদিন প্রায় ৪০টি বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা স্কুল চত্বরে বসানো হয়। আগামী দিনেও এই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হবে বলে এদিন স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে।

উত্তরের আঙিনায়

হড়পার কবলে দুটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে পড়ে নদীতে

সজল দাশগুপ্ত, নেপাল : প্রতিবেশী দেশ নেপালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি যাত্রী বোঝাই বাস। রাস্তায় ধস নামার কারণে নদীতে পড়ে যায় দুটি যাত্রী বোঝাই বাস। এই ঘটনার জেরে অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় রয়েছেন বলে জানা গেয়েছে। ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারনে হড়পা বান, পাশাপাশি মারাত্মক ভূমিধস, দুটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সংলগ্ন এলাকায় ত্রিশুলি নদীতে ভেসে যায় বাস দুটি। নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধার কার্য শুরু করা হয়। নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধার করবার জন্য নামানো হয় ডুবুরি। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল। দুর্ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নেপালের পুলিশ ও সেনা বাহিনী।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফ্রেশ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের যে কাজ চলছে তার অগ্রগতি পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো কমিশনার পরিষদ সদস্য অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। এখান থেকে ভবিষ্যতে অনেক সার উৎপাদন করা হবে।

রক্তদান শিবিরে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: একুশে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পিঙ্কি সাহার উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। এবারে এই রক্তদান ছবির তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল।

বনোমহোৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের আয়োজনে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে বনমহোৎসবের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। তিনিও বৃক্ষরোপনে সকলের সঙ্গে শামিল হন।

মহানগরে

নিউ মার্কেটের ঘড়ির কাঁটা এবার ঘুরবে?

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার নিউ মার্কেটের ঘড়িতে বাজে একটা বেজে দশ মিনিট। সেই শেষ ঘড়ির কাঁটা, আর নড়েচড়ে না। এবার সেই অচল কাঁটাকে সচল করতে কলকাতা পৌরসংস্থা 'দি অ্যামিজিং ইন্ডিয়া' নামক এক সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। এরা অ্যান্টিক জিনিসপত্র সারায়।

কলকাতাস্থিত লিন্ডসে স্ট্রিটে দক্ষিণ লন্ডন স্থিত জিলেট অ্যান্ড জনস্টন কোম্পানি নির্মিত নিউ মার্কেট ক্লক টাওয়ার আবার চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ। এই ক্লক টাওয়ারটি প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো। পৌরসংস্থার বাজার দপ্তরের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি জানান, কলকাতার মানিকতলা মোড়ে, এসপ্ল্যানেড মোড়ে, হাওড়া স্টেশনে শহরের এই ঘড়ি গুলি সবকটিই চালু রয়েছে। বন্ধ রয়েছে আমাদের নিউমার্কেট ক্লক টাওয়ার। এই ২০২৪ –এ এর বয়স দেড়শো বছরে পড়ল। নিউমার্কেট ক্লক টাওয়ারের বৈশিষ্ট্য হল ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢঙ ঢঙ করে আওয়াজ করা।

পৌরবাজার দপ্তরের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের বক্তব্য, নিউ মার্কেটের ঘড়িতে ঝড়–বৃষ্টির ঝাপটা সরাসরি এসে লাগে। ফলে মরচে পড়ে যন্ত্রাংশের দফারফা হয়ে গিয়েছে। ২০১৮ থেকে দীর্ঘ প্রায় ছবছর একটা দশ বেজে কাঁটা স্থির হয়ে রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আইনজীবিদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাধারণ মানুষ আদালতের দারস্থ হয় সঠিক বিচার পাওয়ার আশায়। এই মর্মেই মামলা দায়ের করে আর্জি জানান রাজ্যের মানুষেরা। এখনো পর্যন্ত আদালতের বিচার, বিচার ব্যবস্থা মামলার রায়ের নির্দেশের উপর নির্ভর করে অসংখ্য মানুষ। ১৩ জুলাই রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবি সেল সংগঠনের সম্মেলন নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত হাজার হাজার আইনজীবিদের সমাগম ঘটে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, হাইকোর্টের আইনজীবি এক্রামূল বারি, তরুণ চ্যাটার্জি, কৃষেন্দুনারায়ণ চৌধুরি। মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুব্রত বক্সী, আইনজীবি উজ্জ্বল চক্রবর্তী, আইনজীবি অজয় কোলে সহ প্রমুখরা। আগামীদিনেও এই পরস্পর মিলিত হওয়ার অভিপ্রায় রয়েছে বলেও জানালেন সঞ্চালক বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

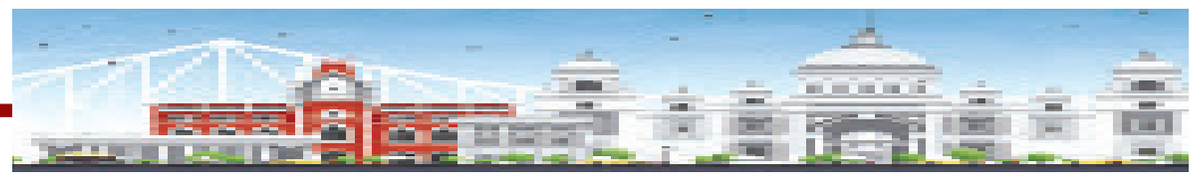

বর্ষার জলজমা থেকে মুক্তি ঠনঠনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত আমহার্স্ট স্ট্রিট লাগোয়া হৃষীকেশ পার্কে ২৬ জুন নতুন একটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু করলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই উদ্যোগে দীর্ঘ ১০০ বছরের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে বলে আশাবাদী পৌর প্রশাসন। ঠনঠনিয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় বর্ষার জল জমার সমস্যা চিরতরে নির্মূল করতে স্থানীয় হৃষীকেশ পার্কের নীচে শক্তিশালী একটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করছে কলকাতা পৌরসংস্থা। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি ঠনঠনিয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে। আমি কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক হওয়ার পর এই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছি। এজন্য পৌর নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিং বড় দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি নিরলস চেষ্টায় পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাচ্ছেন। গত দু'বছরে ঠনঠনিয়া, বিধান সরণী, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট সহ শুকিয়া স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টির জমা জল দুই – তিন ঘণ্টার মধ্যে নেমে গেছে। আগে এইসব এলাকায় দুই – তিন দিন ধরে জল জমে থাকতো। আগামী ১০০ বছর যাতে এখানে জল না জমে তার জন্য আমরা এখানে ড্রেনেজ পাম্পি স্টেশন তৈরি করছি। আগামী ২০২৫ সালের জুন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিং জানান, ঠনঠনিয়া এলাকায় জল জমার সমস্যা জানতে দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। ওই এলাকায় বেশ কিছু টেকনিক্যাল ফল্ট ছিল। পাম্প গুলো ঠিক মতো চলত না। জলের যে লেভেল তা নিয়ন্ত্রণ করা হত না। তার সঙ্গে ছিল প্রচুর পলি। দফায় দফায় সেখানকার পলি বের করার কাজ করা হয়েছে। বর্তমানে হৃষীকেশ পার্কের নীচে একটি নিকাশি পাম্প বসানো হচ্ছে। আগামী দিনে মধ্য কলকাতার বহু এলাকায় জল জমার সমস্যার চিরতরে সমাধান হবে।

জাপানের 'মিয়াকি ফরেস্ট এবার কলকাতায়

বরুণ মণ্ডল : দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে ও পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবরে মিয়াকি ফরেস্ট তৈরিতে সাফল্য পেল কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান দফতর। জাপানের মিয়াজাকি রাজ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি 'মিয়াকি ফরেস্টের আদলে কলকাতা পৌরসংস্থা গত বছর শহরে বৃক্ষরোপণ করেছিল। রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরে লাগানো প্রায় ১১ হাজার ফলের গাছ এক বছরে এই বিশেষ পদ্ধতিতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, শহরে 'মিয়াকি ফরেস্ট তৈরির ভাবনা আমাদের অনেক দিন ধরেই ছিল।

প্রশ্ন: মিয়াকি ফরেস্ট কী? কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান দফতরের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, নিয়মানুসারে দু"টি গাছ লাগানোর সময় তাদের মধ্যে অন্তত তিন মিটার দূরত্ব রাখা হয়। কিন্তু 'মিয়াকি ফরেস্টের ক্ষেত্রে দু"টি গাছের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র এক মিটার। ফলে কম জায়গায় বেশি সংখ্যক গাছ লাগানো যায়। এজন্য গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দু"টি গাছ এমন ভাবে গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তাতে ঘন জঙ্গলের আবেশ তৈরি হয়। সবুজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছের নীচে মাটির ওপর খড় বিছিয়ে জায়গাটি আর্দ্র করে রাখা হয়। যাতে গাছ সেখান থেকে জল নিতে পারে। ফলে, কম পরিমাণ বা কয়েকদিন অন্তর জল দিলেও গরম কালেও এই পদ্ধতিতে বসানো গাছের সমস্যা হয় না। খড় বিছিয়ে রাখার ফলে মাটিতে সূর্য কিরণও সরাসরি পৌঁছায় না। তাই মাটি শুষ্ক বা রুক্ষ হয় না।

আবার বর্ষাকালে বা আকাশ মেঘলা থাকলে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের হাত থেকে গাছকে বাঁচানোর জন্য খড় সরিয়ে দেওয়া হয়।

'মিয়াকি ফরেস্ট তৈরির জন্য মাটি দিয়ে তিন থেকে চারটি স্তর তৈরি করা হয়। ফলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের জৈব সার দিতে হয়েছে। এই ধরনের বাগানে মূলত বড়ো গাছই লাগানো হয়। গাছ গুলির উচ্চতা প্রধানত চার থেকে আট ফুট পর্যন্ত হয়। মিয়াকি ফরেস্ট গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কারণ, স্বাভাবিক নিয়মে গরমে গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলক কম হলেও, মিয়াকি ফরেস্টে সব সময় মাটি আর্দ্র থাকায় এই সময়কালেও গাছের বৃদ্ধি ভালো রকম ঘটে।

রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের ধারে মূলত আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, সবেদা প্রভৃতি ফলের গাছ বসানো হয়েছে। এক বছরের মধ্যে এই গাছগুলির বৃদ্ধি যেমন হয়েছে, একই সঙ্গে কোনও কোনও গাছে ফলও হচ্ছে। ফলে নিয়মিত নানা পাখিরা আসতে শুরু করেছে। এবং গাছগুলির নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে।

বার্তা

বিসর্জনে নিষেধাজ্ঞা : বিপদজনক বাড়ির নীচে ঠাঁই হয়েছে সদ্য পূজিতা বিপতারিণীর। **ছবি :** সুমন সরদার

ঝুঁকি : রাস্তায় নেমেছে ধস, তারই মাঝে চলছে ঝুঁকির যাতায়াত, পৈলানে। **ছবি :** অভীক কর

অকেজো : কনকপুর ডাঙ্গাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নলকুপ দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

রথযাত্রা উৎসব : দমদম গৌড়িয় ভগবত সমাজ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের রথযাত্রা উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে গত ৭ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত ভগবত পাঠ, লীলা কীর্তন বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হয়, ৭ জুলাই ও ১৬ জুলাই অগণিত ভক্ত রথের দড়ি টানেন। রথে বলভদ্র সুভদ্রা দেবী ও জগন্নাথ দেবকে সজ্জিত করে সিথির বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে উপরের দৃষ্টিতে মন্দিরের প্রধান সেবক নারায়ণ অধিকারি চামড় ব্যাঞ্জণ করেছেন।

এখানে ওখানে

ভারত সেরা পরিবেশ যোদ্ধা সম্মান

অভিজিৎ হাজরা

বন ও পরিবেশ রক্ষায় দিনরাত এক করে কাজ করার স্বীকৃতি স্বরূপ ওয়াইল্ড সোজার্নসএর বিচারে সেরা পরিবেশ যোদ্ধা সম্মানে সম্মানিত হলেন হাওড়ার বাগনানের বাসিন্দা তথা হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষক চিত্রক প্রামাণিক।

সদ্য শেষ হওয়া কোলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক স্তরের প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় ও অনুষ্ঠান ওয়াইল্ড সোর্জনস নেচার আওয়ার্ডস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল ২০২৪ এ ওয়াইল্ড সোর্জনস এর বিচারে সেরা পরিবেশ যোদ্ধা সম্মান পেলেন চিত্রক প্রামাণিক। যারা তৃণমূল স্তরে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এর কাজ কোনো বড় অনুদান ছাড়া, কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই করছে, ওয়াইল্ড সোর্জনস সারা ভারতবর্ষের এই রকম তিনজন স্বেচ্ছাসেবী – কে সেরা পরিবেশ যোদ্ধা সম্মান এ সম্মানিত করেছেন।

এই তিনজনের মধ্যে গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র তথা বাগনান বিধানসভার বাগনানের বাসিন্দা চিত্রক প্রামাণিক অন্যতম। পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেকে ২৫ হাজার টাকার গ্রান্ট্য ও একটি মেমেন্টো, শংসাপত্র পেয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন ওয়াইল্ড সোর্জনস সংস্থার কর্ণধার ডঃ মেঘ রায়চৌধুরী, ডাঃ প্রসন্ন এভি এবং বিখ্যাত পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ আনিশ আন্ধেরিয়া। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার টমাস বিজয়ন এবং শিবাং মেহতা।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে শিক্ষকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ

সুভাষ চন্দ্র দাশ

তিনি নেই। তবে তিনি রয়েছেন অগণিত ছাত্রছাত্রীর হৃদয়ে। যেভাবে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রদীপের অগ্নিশিখার মতো শিক্ষার আলোতে আলোকিত করেছিলেন, উজ্জল নক্ষত্রের মতো সেই সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা প্রয়াত শিক্ষাগুরু শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষকের প্রয়াণে স্মরণসভার আয়োজন করল। রবিবার সন্ধ্যায় প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষক অশোক কুমার মাইতি'র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং শিক্ষার উজ্জ্বলিত প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিক্ষকের স্মৃতির উদ্দেশ্য ১০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়। পাশাপাশি প্রয়াত শিক্ষকের পরিবারের পাশে দাঁড়ায় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। প্রয়াত শিক্ষক অশোক কুমার মাইতির একমাত্র সন্তান শান্তনু মাইতির হাতে ৪১ হাজার টাকা ও বেশকিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে পাশে থাকার আশ্বাস দেয় প্রাক্তনীরা। ১০ নম্বর মাঝিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় ছিলেন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, দেবাশীষ বৈরাগী, শুভঙ্কর সরদার, প্রিয়তোষ মণ্ডল, মহেন্দ্র নাথ মাঝি, সুরঞ্জন সরদার, আদিত্য সরদার, বিনোদ হালদার, কমলেন্দু সরদার, স্নেহাশীষ বৈরাগী, দেবনাথ রায়, রইচ আলি মোল্লা, দেবেন্দ্র নাথ সরদার সহ কয়েক হাজার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

সাইকেলে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পাড়ি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার তাঁর দু বছরের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সাইকেল নিয়ে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন জয়নগরের এক যুবক। জয়নগর থানা এলাকার সরবেড়িয়া সাহাপাড়া থেকে তিনি কেদারনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। প্রায় দু"বছর ধরে তার চিন্তা ভাবনা ছিল তিনি সাইকেল চালিয়েই কেদারনাথে যাবেন। যার জন্য তিনি দুবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রে সাইকেল চালিয়ে ভ্রমণ করেছেন এই সাহসটি মনে যোগানোর জন্য। তিনি বললেন, জয়নগর থেকে কেদারনাথ যেতে এই ১৭০০ কিলোমিটার পৌঁছাতে তাঁর ১৭ দিন সময় লাগবে বলে। তবে শরীরের কোন সমস্যা না হলে তিনি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবেন। প্রতিদিন একশো কিলোমিটার করে সাইকেল চালাবেন। সঙ্গে রেখেছেন বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। রাস্তার ধারে তাবু খাটিয়ে থাকবেন এর পাশাপাশি রান্নার সরঞ্জাম হাতে রেখেছেন। তার ৪০ দিনের এই যাত্রা লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। এর পাশাপাশি তিনি আরো বলেন শরীর সুস্থ থাকলে এবং পরিবেশ অনুকুল হলে চারধাম যাত্রাও সেরে নেবেন। এই যাত্রায় সবরকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর পরিবার ও বন্ধুরা। যাত্রায় তার উদ্দেশ্য নিজের গ্রামকে চেনানোর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর থানা এলাকার এই প্রথম কোন ব্যক্তি সাইকেল চালিয়ে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। এই সাইকেল যাত্রা পথে সরকারি সব ধরনের পারমিশনের নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছে। তিনি এও বলেন তাদের এই জয়নগরের সরবেড়িয়া এই ছোট্ট একটি গ্রামকে চেনাতে গেলে কলকাতার পরিচয় দিয়ে চেনাতে হয় তাই কোন প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নয়, নিজের শহরকে চেনাতেই সাইকেলে প্যাডেল করে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা দিব্যেন্দুর। পথে যে সকল মানুষের সঙ্গে দেখা হবে বা যে জায়গাগুলো দিয়ে তিনি যাবেন সেখানকার মানুষদের জয়নগরের তার এই গ্রামের কথা তুলে ধরে পরিচিত করাবেন কেদারনাথ ভ্রমণকারী।

মাঙ্গলিকী

তপন থিয়েটারে উদ্‌যাপিত হল রাজডাঙা দ্যোতকের মুক্তপ্রাণ নাট্যোৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

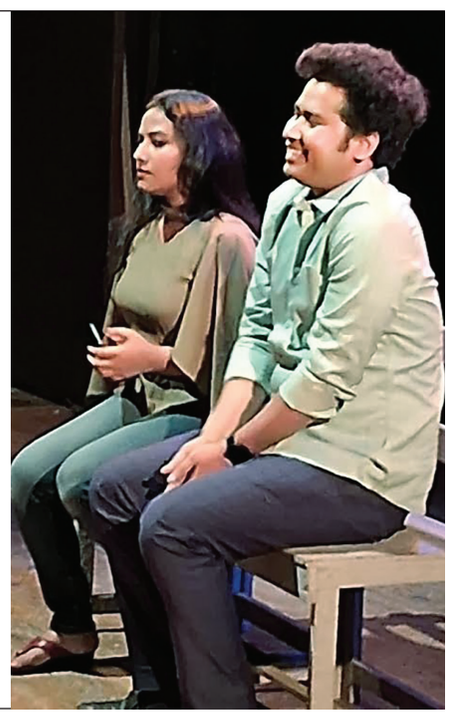

রাজডাঙা দ্যোতকের পথচলা শুরু ১৯৯০ সালে। বর্তমানে ৩৪ বছরের সাবালক। প্রতিবছর এরা মুক্তপ্রাণ নাট্যোৎসবের আয়োজন করে থাকে। এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। বিগত ১৭ জুন তপন থিয়েটারে বসল নাটকের আসর। সঞ্চালনায় প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত।

এদিনের ১ম প্রদর্শন 'দ্বিতীয় আমি'। প্রযোজনা– ইচ্ছেযাপন, রচনা ও নির্দেশনায় জবা শর্মা। একাকিত্বের জ্বালা মানুষকে বড় কাঁদায়। বেশ কিছু ভাল ভাল মুহূর্তের আবেশ মনকে নাড়া দিয়ে গেল। 'আমাকে ধোয়া বলে ডেকো'– বার বার মনের গহন কোণে একটা অনুরণন তুলে দিয়ে যায়। বেশ ভাল উপস্থাপনা। অভিনয়ে জবা শর্মা ও দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জনেই দক্ষ অভিনেতা।

২য় প্রদর্শন নাটক 'দেবদুত'। রাজু এখন নিজের দল তৈরি করে উঠতে পারেনি, কিন্তু রাজু বিভিন্ন দলে নিয়মিত অভিনয় করে। দেবদুত রাজুর একক অভিনয়। রাজু আর দেবু দুই বন্ধুর ঘুড়ি কাটাকাটির খেলা থেকে শুরু করে বাবা–দাদু–ফাদার সকলের চরিত্রে একাই অভিনয় করে সারা মঞ্চ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালো। এটা রাজুর রোজ নামচা না বলে বর্তমান পৃথিবীর চালচিত্র অনায়াসেই বলা যায়। চাকরি চুরি থেকে শুরু করে কোভিড ১৯, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সন্দেশখালি, এআই মানুষের কণ্ঠরোধ ও ধর্মীয় দাঙ্গা– গুজরাতের গোধরা কাণ্ড এবং আরও কিছু কিছু আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে বিনা সুতোয় মালা গেঁথে গেল তা সূচিছিদ্র নিরবতায় শুধু দেখলামই না অনুভব করলাম ভাবিপ্রজন্ম উঠে আসছে যাদের হাতে ব্যটন তুলে দেওয়া যায়। অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক উপস্থাপনা। বার বার দেখা যায়। হ্যাট্‌স অফ রাজু হ্যাট্‌স অফ।

৩য় প্রদর্শন 'সবটাই অভিনয় নয়।' প্রযোজনা সরস্বতী নাট্যশালা। নাট্যকার ও নির্দেশনা জয়েশ ল। পার্থ থিয়েটার কর্মী। নাটকে অভিনয়ে করে পেট চালায়। তার জীবন অভাব অনটনে জর্জরিত। মনা জয়েশের ছোট বোন বাড়িতে বাড়িতে নার্সিংয়ের কাজ করে দাদাকে সাহায্য করে। বল্টু স্থানীয় ছেলে পার্থর ঘরে তার নিত্য যাতায়াত। যতটা সম্ভব পার্থকে সাহায্য সহযোগিতা করে। এরকম একটা অবস্থায় পার্থ মনে প্রাণে শিল্প চর্চা করে চলেছে। মাঝে মাঝে জীবনে ঘেন্না ধরেও যায় তবুও নাটক থেকে সরে যেতে পারে না, কারণ এটা পার্থর বেঁচে থাকার রসদ। জীবনে চলার পথে ছন্দপতন ও ঘটে বারবার তথাপি জীবনের ছন্দে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। শুধু একটা কথাই বলতে পারি বাঃ বাঃ বাঃ। অভিনয়ে পলাশ সিকদার, জয়েশ ল এবং সুব্রতা সাহা।

৪র্থ প্রদর্শন 'যতীনবাবু শুনছেন' প্রোযোজনা–ব্যান্ডেল আরেহী, রচনা অমিতাভ চক্রবর্তী, নির্দেশনায় রঞ্জন রায়। যতীনবাবু রিটায়ার্ড করার পরে স্বপ্ন দেখে চলে বিরামহীন ভাবে। খাতার ফাইলে পেপার কাটিং সেটে রাখে। ওগুলোই তার কাছে একেকটা কবিতা। অতীত স্মৃতি যতীনকে বড় টানে। স্মৃতিতে ফিরে ফিরে আসে তার বাড়ি ঘর চাঁপা ফুলের গাছ। পরিবার তাকে অসুস্থ বলে দেগে দেয়। তার মা পারুল বালাও স্বপ্নে বার বার আসেন। স্ত্রীর মধ্যেই পারুল বালাকে দেখতে পায় যতীন। নাটকটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য বড়ই গভীর বড়ই কাব্যিক। অভিনয়ে রঞ্জন রায়, সুমন মণ্ডল, মন্দিরা সোম, দেবাশিস ব্যানার্জী, রাজুদাস এবং সাত্যকী ভট্টাচার্য।

৫ম প্রদর্শন শিশুনাট্য 'অথশশক কথা' প্রযোজনা এবং একালব্য, রচনা–শ্যামল চন্দ, নির্দেশনা সুমন মুখোপাধ্যায়। ঈশপের গল্প অবলম্বনে সেই শশক ও সিংহ কাহিনী। অভিনয়ে অর্নজিৎ, তন্ময়, কার্তিক, প্রীয়াংশু, ভাসা, জয়িতা, অদিত্রী, গুঞ্জা, মিঠি, প্রিয়াঙ্কা, বিশ্বজিৎ ও সুভ্রা(আবহ)।

৬ষ্ঠ প্রদর্শন 'শোপন কথাটি'। প্রযোজনায় রাজডাঙা দ্যোতক। রচনা চন্দন সেন। নির্দেশনা– শান্তনু দীক্ষিত। অতি উচ্চধনী পরিবারের মেয়ের বিবাহ পর্বে পাত্র নির্বাচনের জন্য পাত্রীর বাবা এক অভিনব ইনটারভিউয়ের আয়োজন করে। অনেকেই এসে হাজির হয়। প্রায় সকলেই পালিয়ে বাঁচেন কেউ কন্যা অর্থাৎ পাত্রীর মনে ধরে না। পরিশেষে, এক ডাক্তার পাত্রীর মন জয় করতে সফল হয়। তাদের মধ্যে প্রেম পর্ব শুরু হয়। এই নিয়েই কমেডি স্যাটায়ার। অভিনয়ে আরুষ, তৃষা, জয়ন্ত, সঞ্জয় ও দেবরূপ। মজাদার উপস্থাপনা। প্রেমাঞ্জনের সঞ্চলনা অনবদ্য।

চারুকৃতি আবৃত্তি পরিবার এর রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ জুন বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে রাস্তাঘাট, সেই সময় বিকেল পাঁচটায় শুরু হল চারুকৃতি আবৃত্তি পরিবারের রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন নলিনী গুহ সভাঘরে। নাচে, গানে, আবৃত্তির সুরে ছোট্ট একটা মুখবন্ধ অনুষ্ঠানটিকে অন্য একটা পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেল। ২০জন সদস্যের পক্ষে মঞ্চটি ছোটই ছিল, তবে তাঁদের সুবেশ এবং উপস্থাপনা দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিল। উপনিষদের শ্লোককে অবলম্বন করে 'হে জীবনস্বামী' অনুষ্ঠানটি সত্যিই আকর্ষণীয়। আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী ছিলেন ড. চিত্রা সরকার। তিনি তাঁর দল নিয়ে অত্যন্ত অপূর্ব অনুষ্ঠানটি করলেন। আবৃত্তি ও গল্প পাঠের আসর জমিয়ে রেখেছিলেন জয়ন্ত ঘোষ, সুজনা ঘোষ মুখোপাধ্যায়, কুমকুম মিত্র, তপতী নাথ, নীললোহিত দাস, সুমিতা সেনগুপ্ত, ঈশান কর্মকার, দেবযানী রায় মুখোপাধ্যায় ও কৃতি দাস। উজ্জীবনের কবি রবীন্দ্রনাথ এবং প্রেমের অমরাবতী এই দুটি বিষয় উপভোগ্য হয়ে উঠল। অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন পূরবী মণ্ডল, ড. কৃষ্ণপদ দাস, স্মরজিৎ ঘোষ, চয়ন ভট্টাচার্য, মহুয়া রায়, সুস্মিতা দাস। কাজী নজরুলের বিদ্রোহতে প্রতিটি কণ্ঠই ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানটি হল কর্ণ কুন্তী সংবাদ পরিবেশন। যা তুলে ধরলেন ড. কৃষ্ণপদ দাস ও পূরবী মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন কৃতি দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী দম্পতি ড. কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস।

সাড়ম্বরে প্রমিলা বাহিনীর রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি: গত শনিবার বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় চন্দননগর সাতঘাটা মহিলা পল্লীবৃন্দের উদ্যোগে মহাসমারোহে রবীন্দ্র–নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা, আবৃত্তি, ঋতুরঙ্গ ছিল অনুষ্ঠানের অংশ। সংস্থার শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বীরাজো 'পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি বল' দিয়ে সুন্দরভাবে সূচনা করলেন। আসলে ওরা রাঁধেন ও চুলও বাধেন। গান করেন আবার কোমর বেঁধে কাজেও যান। ওদের একজোট করার নেত্রী ছন্দা মুখার্জী। বিশ্বকবির সঙ্গে চন্দননগরের একটা সুসম্পর্ক ছিল চিরদিন। রবি ঠাকুর এখানে এসে তাঁর বহু কবিতা রচিত করেন।

'প্রাক্তনী'র নজরুল স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিমাসের প্রথম মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী'র আসর বসে আশুতোষ ভবনে দুপুরবেলায়। চলতি জুলাই মাসের ২ তারিখ ২১২ নম্বর ঘরে বসেছিল সেই অধিবেশন। এবারের বিষয় কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী। সভাপতিত্ব করলেন জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ।একে একে সভ্য সভ্যারা নজরুলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন কবিতায়, গানে, বক্তব্যে। সে তালিকায় ছিলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপান্বিতা সেন, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, শীলা দত্ত, সুকেশ মণ্ডল, অরিন্দম সরকার, যীশু দাস প্রমুখ। প্রাক্তনী'র বর্তমান সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে চলচ্চিত্র জগতে নজরুলের অবদান বিষয়ে বললেন। শোনালেন নজরুলগীতি। সভাপতির ভাষণ ছিল তথ্য সমৃদ্ধ।

উত্তরপূর্ব ভারত বাংলা সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর–পূর্ব ভারত বাংলা সাহিত্য সভা বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতিকে নিয়ে সদা তৎপর এবং সদাকর্মরত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৪ জুলাই ২০২৪ এ কলকাতার কালীঘাটের এলাকার যোগেশ মাইম একাডেমি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক অধিবেশন। বিগত কয়েক বছর ধরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন শহরে অধিবেশন আয়োজন করার পর এই প্রথমবার কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে এই সংগঠন কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ এবং অন্যান্য গুণীজনদের। অনুষ্ঠিত হয় কবি সম্মেলন, নিত্য নাটিকা, উত্তর–পূর্ব ভারতে বাংলা এবং বাঙালির অবস্থান নিয়ে একটি আলোচনা চক্র আগামী প্রজন্মের ভাষা সাহিত্যে লেখালেখি এবং সাহিত্যে তাদের আগ্রহ যেন আরো বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচিত হয়েছে বহু সংগঠনের দ্বারা বহু বছর ধরে দাবি করে আসা শিলচরের ভাষা শহিদদের স্বীকৃতি এবং শিলচর স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে সেটিকে ভাষা শহিদ রেলস্টেশন, শিলচর করা।

কবিতা

কালো

অনিমা বিশ্বাস

জ্যোৎস্না ঢালা রাত
মধুর লাগে আরও, থাকে যখন তোমার
হাতের পরে হাত।
নিঝুম রাতের বেহালার ওই সুর
মন–কে আমার মাতায় ভরপুর
তুমি যখন থাকো আমার ঘরে
আকাশ হ'তে পুষ্প বিষ্টি ঝরে
চাঁদকে তখন বলি —
আরো জ্যোৎস্না ঢালো
ঘুচিয়ে দাও মনের যত কালো।

(টালিগঞ্জ, কলকাতা–৪০)

এখনও হয়নি সময়

লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

এখনও ঘুমানোর সময় হয় নি বলে জেগে থাকি
বিব্‌াল রাখি ভালোবাসা পথ হারাবে না কোনো দিন।
পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখগাঁথা একদিন মুছে যাবে,
ঘুচে যাবে এ তমসা, আলোর বল্লমে ভোর হবে ।
পথক্লান্ত পাখিরা দিন শেষে ফিরে পাবে নিজ নীড়,
বৃক্ষেরা যেমন প্রতিস্পর্ধী যাপনে আজও মাথা তোলে
মানুষ জাগবে একদিন আপন শক্তিতে ভালোবেসে
ত্যাগ তিতিক্ষায় গড়ে তুলবে আপন ভুবন।

(জাঙ্গি পাড়া, হুগলি)

অঙ্ক শেখা

গৌর দাস

অঙ্কে আমি চিরদিনই অপরিপক্ক
এ নিয়ে আমার আক্ষেপের অন্ত নেই
চেষ্টা করি, ফলপ্রসূ হয় না।
সব শুনে ঈশ্বর বলল —
অঙ্কে ভয় পাস না,
ফরমূলায় ফেললেই অঙ্ক হয়ে যাবে।
কিন্তু অনেক চেষ্টা করে
ফরমূলাটাই শিখতে পারিনি এখনও
তাই অক্ষক শেখা আমার কাছে
অধরাই রয়ে গেল॥

(ব্রহ্মপুর, কলকাতা)

শিয়রে শমন

চন্দ্রাপীড় নাথ

আগুন নিয়ে করলি যখন খেলা
একবারও তা ভেবে দেখলি না
পোহাতে হবে কত ভীষণ জ্বালা।
এখন জ্বলে জ্বলে পুড়ছিস মরে
থাকতে হচ্ছে এখন বিলাপ করে।
পারলি না তো নিজের মন–কে দমন
অলক্ষ্মীর ঘরে যেই না করলি গমন
শিয়রে এসে দাঁড়াল যে শমন।
আঁধার ঘরে আর যায় না রে আলো
আজকে কি তা তোর লাগছে ভাল
জীবন যে হয় রে কালো॥

(বরানগর, কলকাতা–৩৬)

নয়নতারা

হিমাংশু শেখর মাইতি

নয়নতারা নয়নতারা তুমি নয়নের তারা
নয়ন তুলে তোমায় দেখে হই যে আত্মহারা
কী অপরূপ রূপ তোমার নানা রঙের সাজে
বিকশিত হও যখন অন্য ফুলের মাঝে
নিত্য দিনের পুজো–আচ্চায় তোমার জুড়ি নাই,
মা–বোনদের পরম আদরে ঠাকুর ঘরে ঠাঁই।
লাল নীল সাদা বেগুনী সোনার মতো বরণ
দেবদেবীর চরণ পেয়ে ধন্য তোমার জীবন।
বাস তোমার নাই থাকুক, আছে কত বাহার
রঙের শোভায় মাতাও তুমি, তাই সদা বাহার।
ওষধি গুণ তো আছে তোমার—এটা সবার জানা,
আয়ুর্বেদে আছে সেসব জানতে নেই কো মানা।
সার্থক নামা নয়নতারা তুমি নয়নমণি
রূপে গুণে সবার সেরা—দুধের যেমন ননী॥

(নরহরিপুর, সাগর দ্বীপ)

রেখা

বিক্রমজিৎ ঘোষ

হাতের তালুতে বন্দী থাকে ভাগ্যরেখা
কপালে আঁকা থাকে ভবিষ্যৎ রেখা
তালুকে বন্ধ করে রাখলেও
ভাগ্য কখনও পাল্টায় না
আঢাকা কপাল চিহ্নিত করে
মানুষের অনন্ত কালের চলার পথ
কার দুঃখ কতটা, কার সুখ কত
সবই আঁকা থাকে তালুতে ও কপালে।
আমরা বলে থাকি —
ভবিষ্যৎ বলবে ভবিষ্যতের কথা
কপাল বলবে কপালের কথা
আমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করে যাই।

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

তখন বৃষ্টি নেমেছিল

আরতি দে

আজ ভোররাতে এক পশলা বৃষ্টি নেমেছিল
সাথে ছিল কিছু বরফ টুকরো।
দুপুরবেলা আকাশ স্বচ্ছ–শ্যামল
অপরাহ্ণে কথা ছিল রবীন্দ্রসদন যাওয়ার।
আনন্দে ভরে উঠল হতাশার বুক
মন–খারাপের কিছু মৌন টুকরো হেসে উঠল খুব।
হঠাৎ সেল ফোন ক্রিং ক্রিং শব্দ
তুলে নিতেই সেই কণ্ঠস্বর
রাস্তায় নাকি জমেছে ঢেউ খেলা জল।
তখন আমার সারা উঠানে
বাতাস আর রোদ্দুর খেলা খেলায় মগ্ন।
আমি তখন তুলে নিই এক টুকরো
সাদা কাগজ আর একটি কলম
কিছু শব্দকে ডেকে নিই সাথে
বসতে দিই খাতার পাতায়॥

(শহীদনগর, কলকাতা–৭৮)

বিচার পরিহাস

স্বস্তিকা ঘোষ

যুগ যুগ ধরে অন্ধ হয়ে আছো
এজলাসে শত সহস্র শুনানীর ভিড়ে

কত জীবন থমকে যায়।
আবার নিভৃত যতনে মানিপ্ল্যান্ট বাড়ে
অশরীরী রাত তোমার সামনে কেঁদে ফেরে
ঝলসানো হাড়গুলো ভিক্ষা মাগে
মুক্ত আকাশে ওড়ার,
তবু কফিনের কঙ্কাল উদ্ধার হয়,
অপেশাদার অপরাধ,
পেশাদারী বিদ্যালয়ে যায় বিচারের বাণীতে।
সুদর্শন হার মেনেছে,
ন্যায়দণ্ড তুমি তো মাতৃক্রোড়ে,
গান্ধারীর পুত্রস্নেহ কী তোমাকে শিক্ষা দেয় নি!

(দৌতলাবাদ, দঃ ২৪ পরগণা)

আগুন

পার্থসরথি সরকার

বাজারে ফাটছে দামের বোমা
পুড়ছে মানুষ তাই
মানুষ যদি জ্বলেই মরে
কীসের ভোট ভাই
রাশিয়া থেকে কি লঙ্কা আসে
টম্যাটো কি ইউক্রেন থেকে পাই
বাজার ছুঁতে পারে না মানুষ
কীসের ভোট ভাই
চলছে কেবল ভোটের খেলা
আলোর দেখা নাই
মানুষ যদি না পায় খেতে
কীসের ভোট ভাই
দামের থেকেও বড় বোমা
অগ্নি–বোমা ভাই
এ বোমা ফাটলে পরে
বাজার পুড়ে ছাই।

(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

যদি দেখো

আব্দুল হান্নান

নিজের মুখ নিজেই যদি ঠিক দেখতে পাই
চলায় বলায় কোনো পথেই ভুল হবে না তাই
আত্মসাৎ–এর আড়ালেতে মুখটা যদি থাকে
অবাধ ভোগের নেশায় জীবন চলে যাবে বাঁকে।
আগে দেখার পরে ভাবা— তাতেই থাকে সুখ
অল্প আশে অল্প বাসে শান্তিতে ভরে বুক।
সারাদিনের ব্যস্ত শেষে মুখোমুখি হও যদি
এই পৃথিবী তার কাছে সব থেকে সুখের নদী
আস্থা যদি সস্তার হয় আঘাতের নেই শেষ
সময় এলেই কথা বলে ফেলে আসা সেই রেশ॥

(সীতারামপুর, কুলপী)

ও মেঘ

সুনীতি কুমার পাত্র

ও মেঘ তুমি যতই ছোটো তুফান তোলো জোরে
আকাশ থেকে পড়তে হবে অবলীলায় ঝ'রে
তখন তোমার ওই কলেবর কর্পুরেরই মতো
উধাও হবে শূন্য থেকে হাঁক ডাক থাক যত
শুষবে তোমায় শুষ্ক মাটি অলস পতন ছন্দে
তখন তুমি মেঘ রবে নাভরবে নিরানন্দে।
ও রূপ তোমার পাল্টে যাবে শুষ্ক মাটির ছোঁওয়ায়
বিবর্তনে আবার তুমি পৌঁছে যাবে ধোঁয়ায়।
তাইতো বলি মন–মোহনায় বিবাদ কেন করো
শান্ত হয়ে সসমভ্রমে অন্তরাত্মায় ভরো॥

(নেবুতলা, মাধবনগর, দঃ২৪ পরগণা)

ছোট্ট ইতিহাস

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

কত রাত কেটে গিয়েছে
ভোরের অপেক্ষায় দু'চোখে
ভিজে ওঠা টুকরো টুকরো স্বপ্নগুলো
অন্ধকারের বুক চিরে কোথায় হারিয়ে গেছে
কেউ জানে না।
আকাশের এক কোণে একাই প্রহর গুণছে
শুক্লা–পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ–
ভেসে আসছে, ছিঁচকাঁদুনে শিশুর কান্না–
অসহায়ভাবে শুনে যাচ্ছে বৃন্দাবনী বাউড়ী–
তার ঘুণ–ধরা বাঁশের জানালায় কান পেতে।
নীচে নেমে আসতে বুক দুরু দুরু করছে–
ওরা ওকে ডাইন বলে এখঘরে করে রেখেছে।
কোন–তার সঠিক উত্তর বুঝি দিতে পারে না সে!
নোংরা ছেঁড়া পারড়ের আঁচলে মুখ ঢেকে
শুনতে পায় পাখির কাকলী,
কাটছে রাতের নিঃসীম অন্ধকার!
মাটির ভাঙা সিঁড়ি থেকে চুপিসাড়ে নামে
খোলা বারান্দায়– নতুন সকালের রক্তিম আলো
যেন থার প্রাণ–কে পবিত্র করে তুলেছে,
করেছে বাত্ময়!

(লাভপুর বীরভূম)

গ্রীষ্মকাল

ভরত বৈদ্য

শরীর ক্লান্ত, দিক দিগন্ত
চাতস কণ্ঠে চাই,
মধ্য বেলা, রৌদ্র খেলা
প্রাণ করে আইঢাই।
বসন্ত এলে ফুল ও ফলে
আকাশ পানে চেয়ে
দোয়েল কোয়েল গাছে বসে
মধুর কণ্ঠে গেয়ে।
স্নানের ঘাটে, শূন্য হাটে
বিরক্ত আনমনে।
কুঞ্জ বনে পুষ্প কনে
বৃষ্টি নামুক গানে।
বজ্র বেগে, বাদল মেঘে
কালবৈশাখী আসে
বিকাল হলে ধ্বংস বলে
লুটিয়ে পড়ে ঘাসে

(নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া)

সিঁড়ি

মালতি প্রামাণিক

কষ্ট কত ভাবে এসে পিষ্ট করে পায়
ভোলাতে চায় জীবন নিয়ে সকল অভিপ্রায়
পায়ের তলায় সিঁড়ি– তার কথাতেই
ঝড় তোলে মনে শুরু করা শেষটা না ভেবেই
জমকালো খবরের খাতাটা খুলেই কেবল দেখা
মেনে চলার মর্মবিদারী উষ্ণতা পড়ে ঢাকা
শ্মশান ঘাটের স্তব্ধতায় ভাবা হয় নি মরীচিকা
তাইতো নিজেকে সাজাই বাসন কোসনের মত
ইচ্ছেটা হতেও তো পারে একদিন বাকরুদ্ধ
অবতরণের ইতিহাস মুছে ফেলি
কিছু করার কথায় মনটা হয়ে ওঠে তেজী
মৃত্যুতাড়িত হয়েও তো মুক্তি খুঁজি
মান–অপমানের বালাই সরিয়ে সাজাই, সাজি
নিভৃত মনের নির্ভেজাল ঝলমলে রুদ্ধদ্বারে
কোটি সৈন্যেরা সেথায় জাগে আলো আঁধারে
ওপরের টলমল সিঁড়ি জানতে গুণতে ওঠা
ক্ষত বিক্ষত জীবন–স্বপ্ন রুগ্ন চারাগাছ কটা
প্রলোভন জয়ী প্রতিজ্ঞা চিত উপেক্ষার আনাগোনা
স্থানকাল গণ্ডী রেখাললাট লিখন সয় না
মানবসত্বার স্বল্প পরিসর সরাতে সরাতে
বৃহতের বিস্তৃততার প্রতারণা হবেই হঠাতে,
বারংবার এগোনোর টান আমৃত্যু অমরত্বের দ্বারে
বাজী রাখা জীবনটাকে টেঁকাতে মরণের গভীরে ॥

(পাথর প্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ ১ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

ভালো প্রতিবেশী

শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

চন্দনদা তার বৌ বগলা বৌদিকে হাসপাতালে ভর্তি করল। চন্দনদার বন্ধু এসে বলল, কি রে বৌদির কী হয়েছে!

চন্দনদা : কী আর বলিরে ভাই, তোর বৌদি আজ বাথরুমে স্নান করছিল, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল। মাথা ফেটে শুধু রক্ত আর রক্ত,...

বন্ধু : ইস্ এখন কেমন আছে।

চন্দনদা : এখন ভালো আছে, ডাক্তার বলল, আর একটু দেরী হলে, কোমায় চলে যেত!

বন্ধু : তা হলে বৌদি তোকে ডাকলো কী করে।

চন্দনদা : ও কি করে ডাকবে, ওতো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, ভাগ্যি ভালো যে সামনের ফ্ল্যাটের ফটিকবাবু রোজ লুকিয়ে ওর স্নান করা দেখত। উনিই তো আমাকে এসে বল্লেন, ... না হলে কী হত কে জানে! ভগবান ফটিকবাবুর মঙ্গল করুন, তুই কী বলিস, এমন ভালো প্রতিবেশী পাওয়া যায় আজকাল!

আঁশ কাঁচে

স্বপ্নপূরণ

কোপা টু কোপা। মাঝে বিশ্বকাপ। ত্রিমুকুট জয়। চক্রপূরণ আর্জেন্টিনার। ফাইনালে রোমাঞ্চকর ১২০ মিনিটে লড়াইয়ে নানা পটপরিবর্তন। শেষপর্যন্ত কলম্বিয়াকে ১–০ গোলে হারিয়ে নীল–সাদা জার্সিধারীদের কোপা মিশন এবারেও সাকসেস। বদলি নেমে ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন ছন্দে থাকা স্ট্রাইকার লাউতারো মার্তিনেস। ১১২ মিনিটে গোলের মুখ দেখে কোপার ফাইনাল। তাতেই ১–০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয় আর্জেন্টিনার।

মেসি শীর্ষে

বিশ্বে তাঁর চেয়ে বেশি ট্রফি আর কেউ জিততে পারেননি! চমকপ্রদ তথ্যটা সে'রকমই। লিওনেল মেসি। দেশ ও ক্লাব, তাঁর ঝুলিতে সবমিলিয়ে ট্রফি জয়ের সংখ্যা ৪৫। কোপা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে টপকে গেলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা দানি আলভেজের রেকর্ড। আলভেজ জিতেছেন ৪৪ ট্রফি। মেসি ৪৫টি ট্রফির মধ্যে ৩৯টিই জয় ১৭ বছরের বার্সেলোনা কেরিয়ারে।

বিদায় ডি মারিয়া

'মিস্টার ফিদেও'। টাইম ইজ আপ! আর্জেন্টিনার ব্রহ্মাস্ত্র আঞ্জেল ডি মারিয়া। ম্যাচ শেষেই কেঁদে ফেললেন। কাঁদালেন ভক্তদের। শেষ হল তাঁর প্রায় ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক বর্ণময় কেরিয়ার। বিদায়বেলায় কোপায় ম্যান অফ দ্য ফাইনালের পুরস্কারও পেলেন তিনিই। ১৪৫ ম্যাচ খেলে দেশের হয়ে ৩১ গোল করে দৌড় থামালেন এই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

পাশে বোর্ড

অসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বিসিসিআই। অংশুমান গায়কোয়াড়ের পাশে দাঁড়াল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ভারতের প্রাক্তন কোচ ও খেলোয়াড়। তাঁর চিকিৎসার জন্য ১ কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করল বিসিসিআই।

রিয়ালে এমবাপে

ছোট থেকেই রোনাল্ডোই আইডল। তাঁর প্রিয় ক্লাবেই এবার রাজ করা শুরু করলেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। গায়ে সেই ৯ নম্বর জার্সি। রোনাল্ডোরও প্রথম মরসুমে তাই ছিল। রোনাল্ডোর মতোই জার্সিতে চুমু এঁকে সান্তিয়াগো বের্নাব্যুতে দেখা দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর স্বপ্নপূরণ, রিয়াল ভক্তদেরও।

চ্যাম্পিয়ন স্পেন

ফের স্বপ্নভঙ্গ ইংল্যান্ডের। টানা ৭ ম্যাচ জিতে রেকর্ড চতুর্থবার ইউরো জিতল স্পেন। স্পেনের কাছে ২–১ গোলে হারল ইংল্যান্ড। প্রথমে গোল করে এগিয়ে দেন ইউরোয় স্পেনের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় নিকো উইলিয়ামস। স্পেনকে কাঙ্খিত জয় এনে দেন অধিনায়ক মোরাতার পরিবর্ত হিসেবে নামা মিকেল ওয়্যারজাবাল। ৫৮ বছর পরেও খালি হাতে ফিরে হল হ্যারি কেনদের।

মুলারের অবসর

ইউরো শেষ। এরসঙ্গেই বর্ণময় কেরিয়ারও থামিয়ে দিলেন জার্মান তারকা থমাস মুলার। টনি ক্রুসের পর জার্মানদের সোনালি প্রজন্মের আন্তর্জাতিক স্তরে পথচলা থামিয়ে দিলেন মুলারও। ৩৪ বছর বয়সী এই জার্মান তারকার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ১৪ বছরের। ১৩১ ম্যাচে করেন ৪৫টি গোল। অবদান রেখেছেন সবমিলিয়ে ৮৬টি গোলে।

পন্টিংকে সারল

দীর্ঘ সাত বছর পর আইপিএলে দিল্লি অধ্যায় শেষ রিকি পন্টিংয়ের। কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হলেন অসি কিংবদন্তি। এরপরই দিল্লি কোচ হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা যাবে, এমন জল্পনা চললেও তা হচ্ছে না। সৌরভ নিজে এই দায়িত্ব নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

মোহনবাগান নাকি ইস্টবেঙ্গল? আনোয়ার আলিকে নিয়ে লড়াই দুই প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আনোয়ার মোহনবাগানের না ইস্টবেঙ্গলের? তা সময় বলবে। তবে আনোয়ার আলিকে নিয়ে দু'প্রধানের দড়ি টানাটানিতে দলবদলের বাজার তুঙ্গে। এ ছবি সাতের দশক, আটের দশক বা গত ১০ বছর আগে হলেও সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে কর্পোরেট ফুটবল বাজারে এই ছবি সত্যিই দেখা যায় না। দলবদলের বাজারে দীর্ঘদিন পর কোনও ফুটবলারকে নিয়ে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের লড়াই দেখা যাচ্ছে। ময়দানের খবর, আনোয়ারকে রাজি করিয়ে এরমধ্যেই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে সই করিয়ে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যদিও ক্লাব বা ফুটবলারের পক্ষে এই ঘোষণা কেউই করেনি। যদি সত্যি হয়, তা'হলে বুমেরাংই হবে মোহনবাগানের জন্য। গতবছরই লোনে আনোয়ার আলিকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করে মোহনবাগান। গত কয়েকদিন আগে রঞ্জিত বাজাজ ফিফার নিয়ম জানিয়ে সমাজ মাধ্যমে লেখেন, লোনে একবছরের বেশি ফুটবলার নেওয়া যায় না। ফলে, দিল্লি এফসিতে ফিরে আসছেন আনোয়ার। এরপরই জানা যায়, দুই দল মুখিয়ে রয়েছে

আনোয়ারকে নিতে। আনোয়ারকে পেতে চণ্ডীগড় গিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার। সেখানেই পঞ্জাবি ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি একপ্রকার চূড়ান্ত করে ফেলে লাল–হলুদ। শোনা যাচ্ছে ৫ বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে নাকি সই করে দিয়েছেন আনোয়ার আলি। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। আনোয়ার ইস্যুতে মোহনবাগান যে আইনি পথে যাবে তা পরিষ্কার। তখন প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটিতে আনোয়ারের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। এক্ষেত্রে ফুটবলারের মত জানতে চাওয়া হবে। আর সেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আনোয়ার আলির লোনের যে চুক্তি হয়েছিল, সেটা নতুন ফিফা নিয়মে বাতিল হয়ে যায়। কারণ নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এক বছরের বেশি লোন চুক্তি প্রযোজ্য নয়। যার ফলে দিল্লি এফসিতে ফিরে যাচ্ছেন আনোয়ার। পার্মানেন্ট ট্রান্সফারে আইএসএলে ফিরতে হবে। অন্যদিকে মেল করে নাকি সবুজ মেরুন অনুশীলনে ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে মোহনবাগান। কলকাতা লিগে আনোয়ারকে খেলানোর জন্য আইএফএ–র কাছে নথিভুক্তির আবেদনও করেছিল মোহনবাগান। কিন্তু প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি (পিএসসি) র সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত এই নিয়ে পদক্ষেপ নেবে না আইএফএও। শোনা যাচ্ছে, আগেই মেলে চুক্তি শেষ হওয়ার কথা বাগান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে আনোয়ার। এরপর ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা গিয়ে চুক্তিতে বিশাল টাকায় নতুন সইও করিয়ে নিয়েছে। যদিও এখনই কেউই মুখ খুলতে নারাজ। দীর্ঘদিন পর দুই প্রধানের মধ্যে টাগ অফ ওয়ারে যেন জমে উঠল আনোয়ারের দলবদল। তবে জল যে অনেকদূর গড়াবে তা বলাই যায়।

ডুরান্ডে কলকাতা ডার্বি ১৮ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন সর্বভারতীয় ক্লাব মরসুমের প্রথম কলকাতা ডার্বি হতে চলেছে আগামী ১৮ আগস্ট। ওই দিন কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গল এফসি ও মোহনবাগান এসজি মুখোমুখি হবে ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে। এ'বছর সর্বভারতীয় ক্লাব মরসুমের প্রথম টুর্নামেন্টটি ২৭ জুলাই থেকে শুরু হবে। ২৪টি দল অংশ নেবে। এদের মধ্যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল), আই–লিগ, সেনা বাহিনীর আমন্ত্রিত দলগুলি ছাড়াও গতবারেও খেলে যাওয়া একাধিক আন্তর্জাতিক দল, যেমন নেপালের ত্রিভুবন আর্মি এফসি এবং বাংলাদেশের আর্মি ফুটবল টিম অংশ নেবে। টুর্নামেন্টটি রাউন্ড–রবিন লিগ এবং নকআউট ফরম্যাটে হবে, যার ফাইনাল হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।গতবারের মতো এবারও কলকাতার দুই প্রধানকে গ্রুপ এ–তে রাখা হয়েছে। গতবার এই দুই দলই ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল এবং মোহনবাগান ১–০–য় জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। এবার মোহনবাগান এসজি ও ইস্টবেঙ্গল এফসি, ছাড়াও এই গ্রুপে রয়েছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও ডাউনটাউন হিরোজ এফসি।

মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ২৭ জুলাই, কাশ্মীরের ডাউনটাউন হিরোজের বিরুদ্ধে, যুবভারতীতে। এ'বছরের ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ এটাই। তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ ৮ আগস্ট এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে এবং গ্রুপের শেষ ম্যাচ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ১৮ আগস্ট সন্ধে সাতটা থেকে। গ্রুপ পর্বে এটাই শেষ ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম দু'টি ম্যাচ যথাক্রমে ২৯ জুলাই ও ৭ আগস্ট। প্রথমটি এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে ও দ্বিতীয়টি ডাউনটাউনের বিরুদ্ধে। তাদের দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। লাল–হলুদ বাহিনীর সব ম্যাচেরই কিক–অফ সন্ধে সাতটায়। তবে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে সন্ধে ছ'টায় ও দ্বিতীয় ম্যাচ বিকেল চারটে থেকে। গতবার ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বের মুখোমুখিতে ইস্টবেঙ্গল এফসি ১–০–য় হারিয়ে দেয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এসজি–কে। কলকাতা ডার্বিতে ৫৫ মাস পর সেই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জয়ের স্বাদ পায়। কিন্তু ফাইনালে সেই হারের প্রতিশোধ নেয় সবুজ–মেরুন বাহিনী। গত আইএসএলে তাদের মধ্যে প্রথম ম্যাচ ২–২–এ ড্র হয় এবং দ্বিতীয় ম্যাচ ৩–১–এ জেতে মোহনবাগান এসজি। গত মরসুমে সুপার কাপেও হয়েছিল কলকাতা ডার্বি, যে ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ৩–১–এ জেতে।

এ'বারের ডুরান্ড কাপে মোট ৪৩টি ম্যাচ হবে। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দলগুলি, এবং দুই সেরা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। তারপরে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই হওয়ার কথা ৩১ আগস্ট।গ্রুপ বি–তে রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি, ইন্টার কাশী এফসি, ইন্ডিয়ান নেভি ও কলকাতার আর এক দল গতবারের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান এসসি। মহমেডানের প্রথম ম্যাচ ২৮ জুলাই সন্ধে সাতটায়, ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে, কিশোর ভারতীয় স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে বেঙ্গালুরু এফসি–র। এই ম্যাচটি হবে ৬ আগস্ট, সন্ধে সাতটায়, যুবভারতীতে। ১৩ আগস্ট তাদের গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে, যুবভারতীতে বিকেল চারটে থেকে। এ ছাড়াও গ্রুপ সি–তে রয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, পঞ্জাব এফসি ও সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স এফটি। যাদের ম্যাচগুলি হবে কলকাতার দুই স্টেডিয়ামে। গ্রুপ ডি–র ম্যাচগুলি হবে জামশেদপুরের জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে, যেখানে একে অপরের মুখোমুখি হবে এফসি, চেন্নাইন এফসি, ইন্ডিয়ান আর্মি এফটি ও বাংলাদেশ আর্মি। গ্রুপ ই–তে থাকা ওড়িশা এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, বোড়োল্যান্ড এফসি ও বিএসএফ খেলবে কোকরাঝাড়ের সাই স্টেডিয়ামে এবং শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে গ্রুপ এফ–এর ছ'টি ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হবে এফসি গোয়া, হায়দরাবাদ এফসি, শিলং লাজং এফসি ও ত্রিভুবন আর্মি এফসি।

দীপেন্দু বিশ্বাসের জীবন সংগ্রাম নিয়ে তৈরি হচ্ছে বায়োপিক 'দীপু'

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেক কিংবদন্তি খেলোয়াড়ের জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে বায়োপিক। কে নেই সেই তালিকায়?মিলখা সিংয়ের সংগ্রামের জীবন ফুটে উঠেছে 'ভাগ মিলখা ভাগ' সিনেমায়। তেমনি আমরা মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী নিয়ে দেখেছি, 'এম এস ধোনি:দ্য আনটোল্ড স্টোরি'। মেরি কমের জীবনীও তুলে ধরা হয়ে সেলুলয়েডের পর্দায়। তৈরি হয়েছে ঝুলন গোস্বামীর জীবনী নিয়ে 'চাকদা এক্সপ্রেস'। সৌরভ গাঙ্গুলির বায়োপিকেরও কাজ শুরু হয়েছে। এবার তৈরি হচ্ছে প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের ওপর বায়োপিক। নাম 'দীপু'। টলিউডের মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে পরিচিত শ্রী প্রীতম এই বায়োপিক তৈরি করছেন। দীপেন্দু বিশ্বাসের ভূমিকায় অভিনয় করবেন মুম্বইয়ের অভিনেতা মনীশ। নায়িকায় ভূমিকায় বর্ষা সেনগুপ্ত। দীপেন্দু নিজেও অভিনয় করবেন বলে পরিচালক জানিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে বায়োপিক তৈরি হচ্ছে, এটা ভেবেই উত্তেজিত দীপেন্দু। তিনি বলেন, 'ধোনির বায়োপিক দেখেছি। দাদাকে (সৌরভ গাঙ্গুলি) নিয়ে বায়োপিক হচ্ছে। আমার জীবন সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটে উঠবে, সত্যিই আমি রোমাঞ্চিত।'ছোটবেলা থেকে উঠে আসা, স্কুল জীবন থেকে শুরু করে খেলোয়াড়ী জীবন, রাজনীতিতে আসা, সবকিছুই সেলুলয়েডের পর্দায় তুলে ধরছেন পরিচালক শ্রী প্রীতম। এমনকী, মহমেডান ক্লাবে প্রশাসনিক জীবনও তুলে ধরা হবে 'দীপু'তে। এই ব্যাপারে দীপু বলেন, 'এটা আমার কাছে দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। পরিচালক আমাকে ২ বছর আগেই প্রস্তাব দিয়েছিল। অবশেষে কাজ শুরু হতে চলেছে। সেপ্টেম্বর থেকে শুটিং শুরু হবে।'বায়োপিক

'দীপু'তে ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের অনেক অজানা কাহিনী তুলে ধরা হবে। দীপেন্দু বলছিলেন, 'গল্প নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমার জীবনের অনেক অজানা কাহিনী এই সিনেমায় প্রকাশ পাবে। জীবনের ছোট ছোট গল্পগুলো যদি সিনেমার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে, সেটা দারুণ হবে। কলকাতায় প্র্যাকটিসে আসার জন্য বসিরহাটের বাড়ি থেকে রাত আড়াইটেয় সাইকেল নিয়ে বের হতাম। ভোর সাড়ে তিনটেয় বসিরহাট স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কলকাতায় আসতাম। আমার সেই সংগ্রামের কাহিনীগুলো সিনেমার মাধ্যমে এবার সবাই জানবে।'

৫ বছর পরে ফের চালু উত্তর ২৪ পরগনা জেলা লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পরে আবার চালু হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা লিগ। সোদপুরের এক হোটেলে জেলা লিগ চালুর ঘোষণা করা হল। স্বপন সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, সুমিত মুখোপাধ্যায় থেকে সুব্রত পালের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে যেন চাঁদের হাট। এঁরা সবাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা লিগ থেকে উঠে এসেই বিভিন্ন সময়ে ভারত কাঁপিয়েছেন। কোভিড থেকে শুরু করে অন্যান্য নানা কারণে এত বছর বন্ধ ছিল জেলা লিগ। ব্যারাকপুরের সাংসদ রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের উদ্যোগেই ফের শুরু হল এই লিগ। তাঁর উদ্যোগকে সার্থক করেছেন দুই ফুটবলার রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় এবং স্বপন সেনগুপ্ত। সেই সঙ্গে তাঁরা পাশে পেয়েছেন 'রাজা বিস্কুট' কোম্পানিকে। লিগের পুরস্কার অর্থ হিসেবে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিচ্ছে তারা। সুপার ডিভিশন থেকে শুরু করে 'এ' এবং 'বি' ডিভিশন মিলিয়ে প্রায় ষাটটি ক্লাব খেলবে এই জেলা লিগে। বিভিন্ন বিভাগের ট্রফির নাম দেওয়া হয়েছে কিংবদন্তি পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দত্ত, অচ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ ঘোষদের নামে। এই জেলা থেকেই অলিম্পিকে খেলেছিলেন কেষ্ট পাল, নিখিল নন্দী, সনৎ শেঠরা। তাঁদের নামেও থাকছে ট্রফি। সেই সঙ্গে অশোকলাল ব্যানার্জি, পরিমল দে, প্রশান্ত মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ নাজিরদের সম্মানেও ট্রফির নাম দেওয়া হয়েছে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এই লিগ চালু করা খুবই প্রয়োজন ছিল। এখান থেকে যদি কয়েক জন ফুটবলারও কলকাতায় খেলার সুযোগ পায়, সেটাই বড় ব্যাপার।' রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমরা অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। এখানে অনেক প্রতিভা আছে। অবশেষে সাংসদ এবং স্পনসরদের পাশে পাওয়ায় কাজটা সহজ হল।' সুমিত মুখোপাধ্যায় বলে গেলেন, 'সব রকম দলাদলি, বিতর্ক ভুলে এই লিগকে সফল করতেই হবে।'

জেলায় জেলায় টক্কর

পর্ণশ্রীতে ছোটো ছেলেমেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার পর্ণশ্রী বাসস্ট্যান্ডের নিকটস্থ জলের ট্যাঙ্কের মাঠে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্রে'র উদ্যোগে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণ শুরু হল। ছোটো ছেলেমেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য সুঠাম রাখতে, টিভি–মোবাইল থেকে দূরে রাখতে শুরু হওয়া এই ফুটবল প্রশিক্ষণটি প্রতি সপ্তাহে দু'দিন শনিবার বিকেলে ও রবিবার সকাল ৮ টা থেকে এই প্রশিক্ষণ চলছে। স্থানীয় ১৩২ নম্বর ওয়ার্ড এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা প্রশিক্ষক অমিয় ঘোষের তত্বাবধানে অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি করে চোখে পড়ে। তাদের বক্তব্য,'আমরা মাঠে নিজেরাই খেলাধুলা করতাম। এবার এখানে একজন কৃতী প্রশিক্ষককে পেয়েছি। তাতে আমাদের ভুলভ্রান্তি গুলি শুধরে নিতে পারবো। তবে মাঠটির পরিচর্যায় যদি পৌরপ্রতিনিধি দায়িত্ব নেন, তাতে আমাদের খেলাধুলায় আরেকটু সুবিধা হবে। মাঠের অনেকটা জায়গায় দুর্বা না থাকায় বর্ষায় কাদা, গ্রীষ্মে ধুলো হচ্ছে। এটায় পরিচর্চার প্রয়োজন আছে। বাকি মাঠটা ঠিক আছে।

মাঠটা অনেকটা বড়ো আছে।'

ছোটোবেলা থেকেই শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে এবং শিশু মনের বিকাশ ঘটাতে, খেলাধুলার একান্ত প্রয়োজন। এমনই এক প্রচেষ্টা নিয়ে পশ্চিম বেহালার পর্ণশ্রীস্থিত ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধির উদ্যোগে জুন মাস থেকে ছোটোদের ফুটবল প্রশিক্ষণ শুরু হল। এই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সঞ্চিতা মিত্র বলেন, এটা আমার অনেকদিনের স্বপ্ন বা ইচ্ছে। যেহেতু আমার নিজের ফুটবল খেলাটাকে বা খেলাধুলা বেশ ভালো লাগে। আসলে আমাদের স্কুল ও কলেজ জীবনে ভীষণ ভাবে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এখন মাঠ সে রকমভাবে পাওয়া যায় না, সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য জলাশয় ও নেই। আমি নিজেই তিনবছর বয়সে সাঁতার শিখেছি। এখন শুনি বাচ্চাদের সাঁতার শেখাতে সুইমিং ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের ছোটোবেলায় আমাদের মানসিকতা অন্যরকম ছিল। তাই আমাদের ইচ্ছে খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে বাচ্চারা বড়ো হয়ে উঠুক। বাঙালি ছেলেমেয়েরা খেলাধুলারা মধ্যে দিয়ে রাজ্য বা দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারলে মনটা ভালো লাগে।

বাংলা তথা ভারতের জুনিয়র ফুটবল টিমের কৃতী প্রশিক্ষক অমিয় ঘোষ বলেন, এটাকে স্থায়ীকরণ করতে গেলে, খেলোয়াড়দের যত্ন নিতে হবে, যারা ভর্তি হবে, তাদের দিকে নজর দিলে, তবেই এই প্রশিক্ষণ শিবির স্থায়ী হবে। আর যেহেতু মাঠটা বড়ো, তা–ই ৩০ জন ছেলেমেয়েকে প্রশিক্ষণের দিন আসতেই হবে। আর এ সংখ্যাটা বাড়াতে প্রচারের প্রয়োজন, তবেই প্রশিক্ষণটা ভালো হবে। এরা যাতে পরে কলকাতার বড়ো ক্লাবে জায়গা পায়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

স্থানীয় শৈলেন মান্না ফুটবল অ্যাকাডেমির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বলেন, আজ প্রায় ৬০ জন ছেলেমেয়ে উপস্থিত হয়েছে। যাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। মেয়েদের খেলাধুলার উন্নতিতে আমাদের প্রচেষ্টা জারি থাকবে। পৌরপ্রতিনিধির এটা একটা নির্দেশ। ফুটবল প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন বেহালার বাসিন্দা প্রাক্তন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র টিমের প্রশিক্ষক অমিয় ঘোষ, এ আইএফএফ–এর কোচ এডুকেটর ফুটবল প্রশিক্ষক কুন্তলা ঘোষদস্তিদার ও কয়েকজন উদীয়মান খেলোয়াড়ও সময়মতো আসবেন ও ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

শতবর্ষে পদার্পন চন্দননগর বয়েজ স্পোটিং ক্লাবের

মলয় সুর : ঐতিহ্যবাহী দ্য চন্দননগর বয়েজ স্পোটিং ক্লাব ১৯২৫ সালে রথের দিনেই পথচলা শুরু। রবিবারই সেই ক্লাব শতবর্ষে পা রাখল। এদিন ক্লাবের লোগো উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে বর্ষব্যাপী 'অহঙ্কারের শতবর্ষ' শীর্ষক অনুষ্ঠানের সূচনা হল। লোগো উদ্বোধন করেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ছিলেন ডেপুটি মেয়র অমিত আগরওয়াল এবং প্রাক্তন ও বর্তমান প্রজন্মের খেলোয়াড়রা। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নরোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বর্তমানে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি, টেবিল টেনিস, লনটেনিসের মতো খেলা চলছে। এই ক্লাব থেকে রাজ্য, জাতীয়ও আর্ন্তজাতিক স্তরে সাড়া জাগানো খেলোয়াড়ের সংখ্যা রয়েছে প্রচুর।' অতীতে কলকাতা ময়দানে বড় ক্লাবে খেলেছেন দিকপাল ফুটবলাররা হলেন, বিজয় দিকপতি, কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী, রঞ্জিত চ্যার্টাজী প্রমুখরা। অন্যদিকে, হকিতে অনিল মাইতি সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। বহু প্রবাদপ্রতীম ক্রীড়াবিদ ক্লাবের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। ক্লাবের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে ১০০ বছরের ইতিহাস বহনকারী নানান ছবি। এই উপলক্ষে ক্লাব বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা সারাবছর ধরে আয়োজন করবে।

সিআরএতে নির্বাসনে সচিব–রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছর সিআরএতে সমস্যা দেখা দেয়। সংবাদমাধ্যমের সামনে রেফারি তন্ময় ধর সিআরএ সচিব উদয়ন হালদারের বিরুদ্ধে তার কেরিয়ারনষ্ট করার অভিযোগ তোলেন। এই অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি করেছিলেন উদয়ন হালদার। তন্ময়ের অভিযোগ ছিল আইএসএলে যাতে তন্ময় ধর ম্যাচ না পায় তার জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের রেফারি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাইকেল অ্যান্ড্রুজকে বলেছিলেন সিআরএ সচিব উদয়ন হালদার। সেই কথোপকথনের ফোন রেকর্ড প্রকাশ্যে ফাঁস করেছিলেন রেফারি তন্ময়। এই ঘটনা জানাজানি হতেই হৈচৈ পড়ে যায়। লিখিত সিআরএকে জানিয়েছিলেন তন্ময়। এই দোষেই এবার শাস্তি পেলেন সিআরএ সচিব উদয়ন হালদার। ২ বছরের জন্য নির্বাসিত করা হল তাকে। কিন্তু যে রেফারির কেরিয়ার নষ্ট করা চেষ্টা করেছিলেন উদয়ন হালদার, তাকেও নির্বাসিত করেছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্যরা। তবে ১ বছরের জন্য। কারণ মিডিয়ার সামনে মুখ খুলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বোর্ডের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের দুজনকেই। এর আগে সিআরএ–তে এমন ঘটনা ঘটেনি, একসঙ্গে রেফারি এবং সচিব নির্বাসিত হয়েছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com